কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলায় ভিন্নধর্মী শিক্ষা আয়োজন নৌকা স্কুল

শিশুদের স্কুলে আসতে হয় না
স্কুলই শিশুদের কাছে যায়

প্রথমবারের মতো দেশে অনুষ্ঠিত এথিক্স অলিম্পিয়াড

নৈতিক শিক্ষার আলো ছড়াতে চায় শিক্ষার্থীরা

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪৫ ■ সংখ্যা ৪ ■ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৫০ ১৮৭৩-১৯৬৫ জন্মসার্ধশতবার্ষিকী

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

মিশন বার্তার

নতুন যাত্রা শুভ ছোক

আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ও
আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান

সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত এই মেডিকেল কলেজে আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা-শিক্ষা প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে এ বছর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্লট-৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

Hotline : 10617, E-mail: info.ammcu@gmail.com, Web: www.ammch.edu.bd, /ahsaniamedicalcollege

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪৫ ❑ সংখ্যা ৪ ❑ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩

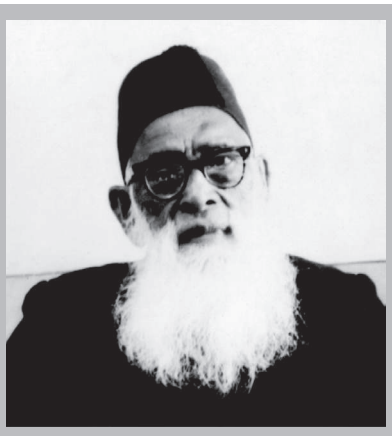

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩-১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সম্পাদকের দপ্তর থেকে

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) আজ থেকে ১৫০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কর্মময় জীবনে অধিকাংশ সময় কেটেছে শিক্ষা বিস্তার, শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষার মূল্যায়নে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের একটি বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছে শিক্ষা কার্যক্রম। সেই কার্যক্রমের সৃজনশীলতা, পরিধি ও অনন্যতা দেশে ও বিদেশে বিভিন্নভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মূল প্রতিপাদ্য রয়েছে এবারের সংখ্যায়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও এর অঙ্গসংগঠনগুলো এ উপলক্ষ্যে ২০২৩ সালব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়। বিশেষ করে স্বেচ্ছায় রক্তদান, সেমিনার, আলোচনা সভা, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্য। বছরের শেষ মাসে অর্থাৎ ডিসেম্বরে অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্যসেক্টরের উদ্যোগে ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যার একটি সারসংক্ষেপ এবারের সংখ্যায় মূল প্রতিবেদন হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর
১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

শিক্ষা সেক্টরের ভিন্ন ধর্মী কার্যক্রম হাওড় অঞ্চলে নৌকা স্কুলের ওপর একটি প্রতিবেদন থাকছে এ সংখ্যায়। যেখানে শিক্ষা প্রদানের একটি আলাদা পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হবেন পাঠকগণ।

দেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত নৈতিকতা সংক্রান্ত অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়েছে যার আয়োজক হলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ইটুএসডি নামক একটি প্রতিষ্ঠান। ব্যতিক্রমী এই আয়োজন নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এই অলিম্পিয়াডের বিস্তারিত থাকছে পাঠকদের জন্য।

এছাড়াও তৃণমূল শিক্ষার্থীদের আলোকিত জীবন, ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হওয়ার গল্প দিয়ে সাজানো হয়েছে প্রতিবেদন অংশে। নিয়মিত পরিবেশনায় যথারীতি থাকছে– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার ও বিবিধ বিষয়ের খবর।

নতুন বছর শুরু হতে যাচ্ছে। সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। সবার জীবনে নতুন বছর বয়ে আনুক সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি।

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
প্রফেসর ড. কাজী শরীফুল আলম

সম্পাদনা পরিষদ
কাজী আলী রেজা
মো. সাইফুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মো. আমিনুল হক

মূল্য
২৫ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ৩-৭
খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

প্রতিবেদন ৮
আঁধার থেকে আলোর যাত্রী যারা

প্রতিবেদন ৮-১৬
স্বাস্থ্য ১৭-২০
শিক্ষা ২১-২৩
মানবাধিকার ২৪-২৫
বিবিধ ২৬-২৯

৯-১১
নৈতিক শিক্ষার আলো ছড়াতে চায় শিক্ষার্থীরা

১২-১৫
শিশুদের স্কুলে আসতে হয় না স্কুলই শিশুদের কাছে যায়

১৮
এইচআইভি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য নিরসন ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে

২৫
নতুন প্রকল্পের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কতৃক প্রকাশিত এবং
প্রাইম আর্ট প্রেস লি., ৪৯/১,পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৪১০২০২৬১, ৪১০২০২৬৩-৫
ই-মেইল : dam.bgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) -এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, কেন্দ্রিয় আহ্ছানিয়া মিশন ও এর সকল অঙ্গসংগঠন ২০২৩ সালব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। ত্রৈমাসিক বার্তা হিসেবে আহ্ছানিয়া মিশন বার্তায় অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ সংখ্যায় এ সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত কার্যক্রমগুলো পাঠকের জন্য তুলে ধরা হলো। এসময়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, আলোচনা সভা, সেমিনার, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচিসহ ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

অবিভক্ত বাংলা ও আসামের শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সংস্কারক হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৪ ডিসেম্বর আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী -২ প্রকল্পের সহযোগিতায় শহরের ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর শারীরিক পরীক্ষা, স্তন পরীক্ষাসহ ভায়া (VIA) পরীক্ষার মাধ্যমে জরায়ু-মুখ ক্যান্সারের পূর্ব-অবস্থা সনাক্তকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ঢাকার সায়দাবাদ ডিআইসিতে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় মোট ৪০ জন ঝুকিপূর্ণ নারী অংশগ্রহণ করেন ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নেন। নির্ণয় ক্যাম্পে একজন নারীকে পজেটিভ কেস হিসেবে নির্ণয় করা হলে তাকে পরবর্তী চিকিৎসার জন্য রেফারেল সেন্টারে প্রেরণ করা হয়। আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর ১৫০তম জন্মবর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে এ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

৫ ডিসেম্বর গাজীপুরের কামারজুরী সাহেব বাড়ির মোড়স্থ মোনাসেফ আহ্ছানিয়া হেলথ সেন্টারে বিনামূল্যে দিনব্যাপী স্বাস্থ্যক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। মোনাসেফ আহ্ছানিয়া হেলথ সেন্টারের মেডিকেল অফিসার ডা. হাসিব আহমেদ খানের নেতৃত্বে ৮জনের একটি মেডিকেল টিম এই কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এসময় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের গাছা থানার অর্ন্তগত ৩৬ নং ওয়ার্ডের কামারজুরী এলাকার ১৩০জন দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে চিকিৎসা সেবা, ফ্রি ঔষধ প্রদান, ডায়াবেটিস পরীক্ষা, ওজন মাপা এবং রক্ত চাপ নির্ণয় করা হয়।

৩ ডিসেম্বর ২০২৩ রাজধানীর হাজারীবাগে বিনামূল্যে পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প

৬ ডিসেম্বর মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত নগর মাতৃসদন, মিরপুর-১ এর সহযোগিতায় এফএসডাব্লিউ প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে মিরপুর-১০ ড্রপ-ইন সেন্টারে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জরায়ু-মুখে ক্যান্সারের পূর্ব-অবস্থা শনাক্তকরণের জন্য ফ্রি সারভাইকাল ক্যান্সার স্ক্রিনিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। দিনব্যাপী এই কার্যক্রমে নগর মাতৃসদন, মিরপুর-১ এর ক্লিনিক ম্যানেজার ডা. ফাহরিমা আক্তার ও এফএসডাব্লিউ প্রকল্পের টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস মার্ফীর নেতৃত্বে মোট ৫৫ জন ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন।

গাজীপুর আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের আয়োজনে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। ৭ ডিসেম্বর দিনব্যাপী এই কার্যক্রমে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরের মেডিকেল অফিসার ডা. হাসিব আহমেদ খানের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের একটি মেডিকেল টিম এই ক্যাম্প পরিচালনা করে। উক্ত ক্যাম্পে অত্র এলাকার ১৪৫জন দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে চিকিৎসাসেবা, ঔষধ বিতরণ, ওজন পরিমাপ, রক্তচাপ নির্ণয় ও ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করা হয়।

কুমিল্লার নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে ৭ ডিসেম্বর ২৩ ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পে মোট ১৭জন সাধারণ রোগের ও ৩০জন প্যাথলজিক্যাল সেবা গ্রহণ করেন। এর মধ্যে ব্লাড গ্রুপিং-১৪জন এবং ডায়াবেটিস পরীক্ষা করে ১৬জন।

১০ ডিসেম্বর ২০২৩ যশোরের আরবপুর ইউনিয়নের বড় ভেকুটিয়ায় অবস্থিত আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে

২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিল

ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের সেন্টার ম্যানেজার সৈয়দ মিজানুর ইসলামের নেতৃত্বে ৬জনের একটি মেডিকেল টিম এই কার্যক্রম পরিচালনা করেন। আরবপুর ইউনিয়নের ১৫২জন দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে চিকিৎসা সেবা, ফ্রি ঔষধ প্রদান, ডায়াবেটিস পরিক্ষা, ওজন মাপা এবং রক্ত চাপ নির্ণয় করা হয়।

আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী-২ প্রকল্পের উদ্যোগে রাজশাহীর কাশিয়াডাঙ্গা নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ দিনব্যাপী বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্পে মোট ২১ জন সাধারণ রোগের ও প্যাথ লজিক্যাল সেবা গ্রহণ করেন ব্লাড গ্রুপিং-৫৪ জন এবং ডায়াবেটিস পরীক্ষা করে ৫৫ জন এবং বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়।

লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিসের সহযোগিতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্যসেক্টরের আয়োজনে ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২২ ডিসেম্বর ২০২৩ সাভারের খাগানে অবস্থিত মায়ের হাসি জেনারেল হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে দিনব্যাপী এই ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যুগ্ম-সম্পাদক ও বিশিষ্ট ইউরোলজিস্ট অধ্যাপক ডা. ফখরুল ইসলামের নেতৃতে একটি দক্ষ মেডিকেল টিম এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে চিকিৎসাসেবা প্রদান করে। উক্ত ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্পে ২৫০ জনেরও অধিক রোগী চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে। এসময় ফ্রি ঔষধ প্রদান, ডায়াবেটিস পরীক্ষা, ওজন পরিমাপ এবং রক্তচাপ নির্ণয় করা হয়।

২৩ ডিসেম্বর আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প-২য়, ডিএসসিসি, পিএ-৩ এর নগর মাতৃসদন, হাজারীবাগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. কাজী শরীফুল আলম। বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পে বিভিন্ন বয়সী ২০৩ জন নারী ও পুরুষকে সেবা প্রদান করা হয়।

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার হাঁসাড়া ইউনিয়নের আলমপুর গ্রামে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্যসেক্টর পরিচালিত হেনা আহমেদ হাসপাতালে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৯টা শুরু হয়ে দুপুর ২ টা পর্যন্ত চলে এই স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প। মেডিসিন, বক্ষব্যাধী, এ্যাজমা ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. মো. জয়নাল আবেদীন জিল্লুর নেতৃত্বে হেনা আহমেদ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. মো. মাসুদ রানাসহ ৭ সদস্যর ১টি মেডিকেল টিম এই ফ্রি স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পে চিকিৎসা প্রদান করে। এ ক্যাম্পে ১১৫জনেরও অধিক রোগীর মধ্যে ১১জন গর্ভবতী মা, মেডিসিন, ডায়াবেটিস ও এ্যাজমা রোগে ৩৯জন এবং ৩৫জন শিশুসহ ৩০জন উপকারভোগী সেবা গ্রহণ করে। এছাড়াও ৩৪জনকে প্যাথ লজিক্যাল পরীক্ষা ও ২৯জনকে ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা হয়। এসময় উপকারভোগীদের মাঝে ফ্রি ঔষধ প্রদান করা হয়।

আলোচনা সভা

২৫ নভেম্বর ২৩ জাতীয় প্রেসক্লাবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্যসেক্টরের আয়োজনে 'মানবতার সেবায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক ড. এম শমসের আলীর সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. গোলাম রহমান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এ.এফ.এম গোলাম শরফুদ্দিন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্যসেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মিশনের সহকারী পরিচালক ডা. নায়লা পারভিন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বহুমাত্রিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ ছিলেন। যে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তা মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন।

২৮ নভেম্বর পটুয়াখালী সাতানী আমির উদ্দীন স্মৃতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্যসেক্টরের আয়োজনে 'মানবতার সেবায় তারুণ্য' শীর্ষক আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল জব্বার হাওলাদার, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শিমুল চন্দ্র মন্ডল, সহকারী শিক্ষক হিমাংশু চন্দ্র মিস্ত্রি এবং সহকারী শিক্ষক আব্দুল মালেক বিশ্বাস। এছাড়াও অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সুধী সমাজ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) মানুষের কল্যাণের জন্য তরুণদের মিশনের কাজে সম্পৃক্ত করেছিলেন। তিনি মনে করতেন তারুণ্য হলো মানুষের জীবনে নীতি-নৈতিকতা ও সৃজনশীল হিসেবে গড়ে উঠার সময়।

৮ ডিসেম্বর আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, যশোর-এ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর স্মরণে এক বিশেষ আলোচনার সেশন পরিচালনা করা হয়। উক্ত সেশনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর হাবিবুর রহমান ও মো. রাশিদুল আলম। এছাড়া উপস্থিত সকল ক্লায়েন্টদের মধ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর স্মরণে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী নিয়ে বানানো লিফলেট বিতরণ করা হয়।

২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ রাজধানীর ধানমন্ডিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে মিশনের স্বাস্থ্যসেক্টর আয়োজিত আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এ.এফ. এম গোলাম শরফুদ্দিন, নির্বাহী পরিচালক ও নির্বাহী কমিটির সদস্য মো: সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল, নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমান। এসময় মাসব্যাপী এই কার্যক্রমের সমাপনী বক্তব্য ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক (মেডিকেল সার্ভিসেস) ডা. নায়লা পারভীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক।

২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ রাজধানীর আগারগাঁওস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তারা

সেমিনার

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)র উদ্যোগে ২২ অক্টোবর, ২০২৩ ডিএফইডির কনফারেন্স রুমে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক ভাবনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচকগণ আলোচনা করেন। বিশিষ্ট গবেষক ও বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এম. শমসের আলী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. আবু তৈয়ব আবু আহমদ, চেয়ারপার্সন, ডিএফইডি। আলোচক হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম, ভাইস চেয়ারপার্সন, ডিএফইডি, মো. সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল, সেক্রেটারী জেনারেল, ডিএফইডি ও ইঞ্জি. এ. এফ. এম. গোলাম শরফুদ্দিন, ট্রেজারার, ডিএফইডি।

অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)- এর জীবনী থেকে শুরু করে তাঁর অসাম্প্রদায়িকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর দূরদর্শী চিন্তা নিয়ে আলোচনা করেন। এই আলোচনায় উঠে আসে কীভাবে পরীক্ষার খাতায় নামের পরিবর্তে রোল নম্বর ব্যবহারের প্রচলন শুরু করেন। এর ফলে পরীক্ষার খাতা দেখার সময় শিক্ষকদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িকতা বিরাজ করত সেটি থেকে শিক্ষার্থীরা পরিত্রাণ লাভ করে।

সেমিনারে আরো উপস্থিত ছিলেন ডিএফইডি'র সিইও মো. আসাদুজ্জামান এবং সকল সহকর্মীবৃন্দ।

১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার হলে হজরত খানবাহাদুর আহছাউল্লা (র.)-এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইয়ুথ ফোরাম ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং আয়োজিত 'মানবতার সেবায় তারুণ্য' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, ঢাবি মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন, আমরা মানুষ ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট শামীমা ইসলাম তুষ্টি, এটিএন বাংলার সংবাদ পাঠিকা শারমিন মিশু। অনুষ্ঠানে তরুণ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, তাসনিম হাসান আবির, শাহরিয়ার হোসেন, এবাদুল হোসেন, নাসিম হাসান। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি আলহাজ্জ প্রফেসর ড. আবু তৈয়ব আবু আহমেদের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইয়ুথ ফোরাম ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং-এর সমন্বয়কারী মারজানা মুনতাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির আলোকে গড়ে তুলতে হলে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র)-কে তরুণ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে হবে। এমনকি তার উদারতা, মানবতা সৃষ্টি তরুণদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমাদের সকলকে একত্রে কাজ করতে হবে।

২৪ ডিসেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের উদ্যোগে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি কক্ষে 'ঐশীপ্রেম ও মানবতার সেবায় হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মহা. বশিরুল আলম। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)-এর চেয়ারপার্সন ও সাবেক সিনিয়র সচিব আব্দুস সামাদ ফারুক, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম শমসের আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. আবু তৈয়ব আবু আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ফাদার তপন ডি রজারিও, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমান, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ ঈসা শাহেদী এবং সমাজতত্ত্ববিদ, লেখক ও গবেষক ড. খন্দকার সাখাওয়াত আলী। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, কেবল শিক্ষা বিস্তার বা সংস্কারেই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) নিজকে নিয়োজিত রাখেননি, মানবকল্যাণ ও উন্নয়নে তিনি নিজকে ব্যাপৃত করেছিলেন। মানবজাতির কল্যাণের আলোকবর্তিকা নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই ধুলির ধরণীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন অবিভক্ত বাংলা ও আসামের শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক, সমাজ সংস্কারক, আধ্যাত্মিক চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)।

তারা আরো বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর কাঙ্ক্ষিত সমাজ গঠনের মৌলিক ধারণা বা বাস্তবায়নের পদক্ষেপগুলো ছিল গতিশীল, অসাম্প্রদায়িক এবং সময়োপযোগী। সময়, বিশ্বপ্রেক্ষিত, পারিপার্শ্বিকতা ও প্রয়োগের ক্ষেত্র বিবেচনা করে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদার। তাই সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার, স্বধর্ম ও সমাজের কল্যাণ সাধন এবং সর্বোপরি মানবসেবার পরিধি ছিল অপরিসীম।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্যসেক্টরের সহকারী পরিচালক (মেডিকেল সার্ভিসেস) ডা. নায়লা পারভীন।

১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

২২ অক্টোবর ২০২৩ রাজধানীর শ্যামলীস্থ ডিএফইডি'র প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার

রক্তদান কর্মসূচি

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা-এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ রাজধানীর ধানমন্ডিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে শতাধিক ব্যাগ রক্ত সংগৃহীত হয়।

রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ও সাবেক সিনিয়র সচিব আব্দুস সামাদ ফারুক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কোষাধ্যক্ষ ডা. আব্দুল জলিল, সহসভাপতি অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম উপস্থিত ছিলেন। মিশনের নির্বাহী পরিচালক সাজেদুল কাইয়ুম দুলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন স্বাস্থ্যসেক্টরের সহকারী পরিচালক ডা. নায়লা পারভীন।

১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে অনুষ্ঠিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

ডা. আব্দুল জলিল তার বক্তব্যে বলেন, রক্তদান একটি মানবসেবা ও পুণ্যের কাজ। রক্তদানে কোনো ক্ষতি হয় না; বরং উপকার হয়। রক্তদান হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে। বর্তমানে সরবরাহকৃত রক্তের মধ্যে বেশির ভাগ আসে পেশাদার রক্তদাতাদের কাছ থেকে, যা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কেননা পেশাদার রক্তদাতাদের মাধ্যমে সিফিলিস, এইডস-সহ ভয়ানক কিছু রোগ সংক্রমণের ভয় থাকে।

অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম বলেন, রক্তদানের মাধ্যমে সৃষ্টির সেবা করা হয়, যেটা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মূলনীতির অংশ। সুতরাং সবাইকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

আব্দুস সামাদ ফারুক বলেন, সৃষ্টির সেবার মাধ্যমেই স্রষ্টাকে পাওয়া সম্ভব আর রক্তদানের মাধ্যমে আপনারা সেই সুযোগটা গ্রহণ করছেন। এ জন্য আপনাদের প্রতি অভিনন্দন জানাই। এ কাজের মাধ্যমে আপনারা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর আদর্শ ধারণ করবেন বলে আমি মনে করি।

ইকবাল মাসুদ তার স্বাগত বক্তব্যে শহীদ বাপ্পী স্মৃতি সংসদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, রক্তদানের মতো কর্মসূচি আহ্ছানিয়া মিশন শুরু করল, যেটা সবার প্রচেষ্টায় আমরা অব্যাহত রাখতে চাই।

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সংস্কারক হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের আয়োজনে মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি'র রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই অডিটোরিয়ামে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। আগামী প্রজন্মকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর আদর্শ, মানবতার কল্যাণ, সমাজ কল্যাণ, এবং শিশু-কিশোর ও তরুণদেরকে নৈতিক প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলমের সভাপতিত্বে উক্ত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমি'র মহাপরিচালক ও ছড়াকার আনজির লিটন। এসময় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক (মেডিকেল সার্ভিসেস) ডা. নায়লা পারভীনের সঞ্চালনায় চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চিত্রকলা প্রশিক্ষক জাহিদুর রহমান সুমন, অনিক সাহা সুমিত এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্যসেক্টরের ইয়ুথ ফোরাম ফর হেলথ এন্ড ওয়েলবিয়িং-এর সমন্বয়কারী মারজানা মুনতাহা।

এসময় বক্তারা বলেন, মুসলিম শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা ও অনাগ্রহ দূরীকরণে এবং অগ্রগতি সাধনের অনুকূলে উচ্চ পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর প্রচেষ্টায় প্রথমে অনার্স ও এম.এ পরীক্ষার খাতায় নামের পরিবর্তে ক্রমিক নং (রোল নং) লেখার রীতি প্রবর্তিত হয়।

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা দুই গ্রুপে অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে 'ক' গ্রুপে ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিষয় ছিলো 'নিরাপদ সড়ক, নিরাপদ আমি' এবং 'খ' গ্রুপে ৭ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত, যাদের বিষয় ছিল 'মানবতার সেবায় তারুণ্য'। প্রতিযোগিতায় শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

পূনর্মিলনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ

ইস্ট-আলোকন প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের পূনর্মিলনী

আঁধার থেকে আলোর যাত্রী যারা

মো. জুয়েল নামের একজন দাঁড়িয়ে বললেন, আমি মাস্টার্স শেষ করেছি। বর্তমানে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করছি। ফারজানা আরোরা মুক্তা বললেন, আমি অনার্স ২য় বর্ষের পড়ছি প্রফেশনাল একাউন্টিংয়ে, মো. শাহাদাৎ ব্যাপারী খুব গুছিয়ে বললেন, আমি অনার্স ২য় বর্ষে পড়ছি সাথে সমাজের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি। জসিম একজন আর্ট টিচার, রুমানা আক্তার অনার্স ১ম বর্ষ এবং শিক্ষকতা করছে। শুধু জুয়েল, সাহাদাত ব্যাপারী বা জসিম নয়। আলোকন ট্রাস্টের সহায়তায় পরিচালিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ইস্ট-আলোকন প্রকল্প থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আজ অনেক সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত থেকে দেশকে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এদের অনেকেই সরকারের উঁচু পদে অধিষ্ঠিত।

২১ ডিসেম্বর ২০২৩ এই সকল প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ের অডিটরিয়ামে বসেছিল মিলন মেলা। প্রাক্তনদের এই পুনর্মিলনীতে উঠে আসে অনেক স্মৃতি, অনেক গল্প, হাঁসি আনন্দের অনেক না বলা কথা। বলছিলাম ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রাক্তন শিক্ষার্থী পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের কথা।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২টি আরবান কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (ইউসিএলসি) ২০১৩ সাল থেকে ঢাকা সিটির মোহাম্মদপুর এবং মিরপুর এলাকায় পরিচালিত হচ্ছে। সেন্টারগুলোতে শিক্ষাদানের পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষা, পরিবার, সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ ও বেড়ে ওঠার উপযোগী পরিবেশ উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১০ বছরে প্রায় ৪১৫০ জন শিশুকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

প্রত্যেক বছর পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ২০০০ জন শিশুকে উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। যারা নিজেদের পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি তাদের জীবনমান উন্নয়ন করে সমাজের মাঝে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন। পুনর্মিলনীতে ইস্ট-আলোকন প্রকল্পের দু'টি কেন্দ্রের মোট ৬৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আলোকন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ড. মো মাহাবুবুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন আলোকন ট্রাস্টের নির্বাহী সদস্য ড. মো. ইউসুফ আলি মোল্ল্যা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক সাজেদুল কাইয়ূম দুলাল।

সভাপতিত্ব করেন আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি কাজী শরীফুল আলম। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা ও টিভিইটি সেক্টরের যুগ্ম পরিচালক মো. মনিরুজ্জামান স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্য বলেন, আমরা আসলে কিছু করছিনা। এই সকল কার্যক্রম মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সহযোগিতা এবং ওনার ইচ্ছায় পরিচালিত হচ্ছে। আমরা শুধু সহযোগীর ভূমিকা পালন করছি। তিনি বলেন, আলোকন ট্রাস্ট তার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে সদা স্বচেষ্ট। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা আজ আমাদের সহযোগিতায় তোমাদের শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করছো। তোমরা যখন স্বাবলম্বী হবে তখন তোমরাও তোমাদের সহযোগিতার হাত অন্যদের জন্য বাড়িয়ে দিবে।

■

ইটুএসডি আয়োজিত এথিক্স অলিম্পিয়াড-২০২৩ এ অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

প্রথমবারের মতো দেশে অনুষ্ঠিত এথিক্স অলিম্পিয়াড

নৈতিক শিক্ষার আলো ছড়াতে চায় শিক্ষার্থীরা

জাহাঙ্গীর যুবরাজ

বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, অলিম্পিয়াড পরীক্ষা, সৃজনশীল প্রতিযোগিতা, থিম সং ও তথ্যচিত্র প্রদর্শন, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মত বিনিময়, আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

দেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো এথিক্স অলিম্পিয়াড ২০২৩। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ব্যতিক্রমধর্মী এই অলিম্পিয়াডে ওঠে আসে নৈতিকতা ছড়ানোর এক ভিন্ন শপথ।

১৪ অক্টোবর ২০২৩ দিনব্যাপী রাজধানীর আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ অলিম্পিয়াডের উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান ছিল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশী ইসলামিক কমিউনিটির যৌথ প্রতিষ্ঠান ইটুএসডি (এথিক্স এডুকেশন ফর সাসটেইনেবল ডেভেলেপমেন্ট)।

বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনা, অলিম্পিয়াড পরীক্ষা, সৃজনশীল প্রতিযোগিতা, থিম সং ও তথ্যচিত্র প্রদর্শন, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়, আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। এটি ছিল শিক্ষার্থীর মনন ও নৈতিকতা বিকাশে আন্তরিক উদ্যোগ।

অনুষ্ঠানের সমাপনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক প্রফেসর ড. মঞ্জুর আহমেদ, সভাপতিত্ব করেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ড. মো. মাহবুবুর রহমান, স্বাগত বক্তব্য দেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইটুএসডির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা ও বিশিষ্ট সাংবাদিক চিন্ময় মুৎসুদ্দী। এছাড়া বক্তব্য রাখেন দু'বারের এভারেস্ট বিজয়ী এম এ মুহিত, সোয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান খবীর উদ্দীন খান, সাবেক রাষ্ট্রদূত এম, হুমায়ুন কবির, সাবেক অতিরিক্ত সচিব মাহমুদ হাসান, প্রফেসর ড. সৈয়দ মিজানুর রহমান রাজু প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ।

সমাপনী অনুষ্ঠানের সকলেই স্বীকার করেন নৈতিক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হলে দেশ অন্ধকারের দিকে যাবে। নৈতিক শিক্ষায় বলীয়ান ব্যক্তি কখনো দুর্নীতি করতে পারে না।

রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার আশেপাশের কুড়িটি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ১০০জন শিক্ষার্থী নিয়ে হয় এ আয়োজন।

প্রায় দু'মাস ধরে এর প্রস্তুতি চলে। ইটুএসডি-র নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৩টি ক্লাস্টারে ভাগ করে শিক্ষকদের নিয়ে ৩টি প্রস্তুতি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লিফলেট পাঠানো হয়। প্রতিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে তাদের

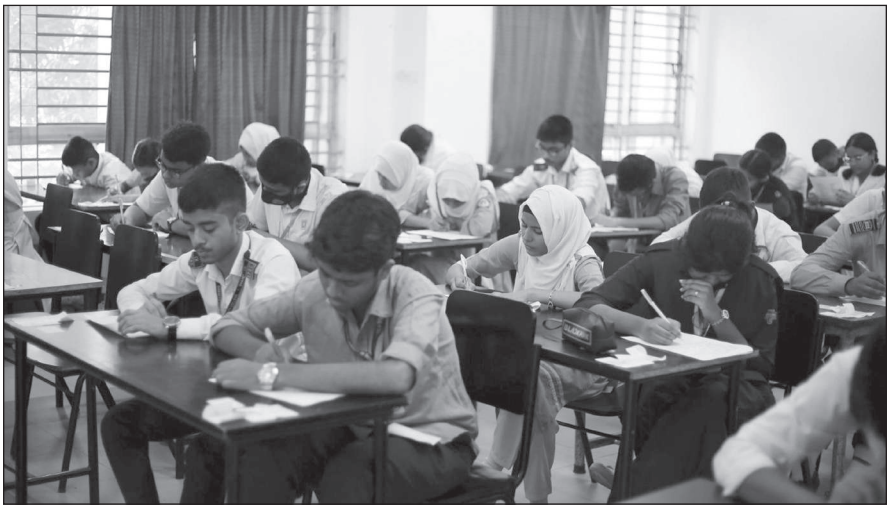

এথিক্স অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিচ্ছে

পরামর্শ নেওয়া হয়। এরপর এথিক্স অলিম্পিয়াড ও সৃজনশীল বিষয়ে প্রতিযোগিতায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নাম নিবন্ধন চলে। অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আলাদা কমিটি গঠন করা হয়। সংশ্লিষ্টরা অভীক্ষাপত্র তৈরিসহ সিলেবাসভিত্তিক কাজ করেন। সৃজনশীল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ টিম গঠন করা হয়। তারা বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

দেশের প্রথম অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠানের গুরুত্ব তুলে ধরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মন্তব্য নিয়ে একটি ভিডিও ক্লিপ তৈরি করে প্রদর্শন করা হয়। আরেকটি আকর্ষণীয় ইভেন্ট ছিল থিম সং। 'মানুষ হতে চাই' শিরোনামে নকশিকাঁথা ব্যান্ডের ব্যবস্থাপনায় নির্মাণ করা হয় এথিক্স অলিম্পিয়াড থিম সঙ্গীত।

ইটুএসডির পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের সাবেক শিক্ষক প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, 'সবাইকে স্বাগত জানাই আমাদের সমাপনী অনুষ্ঠানে। মানব সমাজেই বলা হয় মানুষকে মানুষ হতে হবে। অথচ প্রাণীকূলের আর কোথাও নিশ্চয়ই বলা হয় না গরু তোমাকে গরু হতে হবে বা কুকুর তোমাকে কুকুর হতে হবে। মানুষ নামে জন্মালেই মানুষ হয় না। তাকে ধীরে ধীরে মানুষ হয়ে উঠতে হয়। বাংলাদেশ ৩টি লক্ষ্যকে সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। ১। সমতা ২। সামাজিক ন্যায়বিচার ৩। মানবিক মর্যাদা। আমার যদি নৈতিকতা না থাকে আমি মানুষকে সম্মান করবো না। ৭১-য়ে নৈতিকতায় ভিত্তি করে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। তাই আমরা নৈতিকতার অবক্ষয় কোনোভাবেই দেখতে চাই না।"

প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. মঞ্জুর আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন, "এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে নিজেকে সম্মানিত মনে করছি। এটা একটা ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশী ইসলামিক কমিউনিটি মিলে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা প্রশংসনীয়। আমি ছাত্র/ছাত্রী তোমাদেরও বলব তোমরাও ভাগ্যবান। আমি শিক্ষা নিয়ে কাজ করি এটা ঠিক। গণসাক্ষরতা অভিযানের সাথে আমরা এডুকেশন ওয়াচ নামে একটা গবেষণা কার্যক্রম করেছি যেখানে আমরা উপলব্ধি করেছি কীভাবে নৈতিকতা নিয়ে কাজ করা যায়"।

সভাপতির বক্তব্যে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ড. মাহবুবুর রহমান বলেন, "আমি পৃথিবীর ৭টি দেশে পড়িয়েছি, তার মধ্যে মালয়েশিয়ার শিক্ষার্থীদের দেখেছি তারা ঘাস মাড়াত না। তারা বলত ছোটবেলা মা বাবা ঘাস মাড়াতে মানা করেছেন। ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটলে ঘাস মরে যায়, প্রকৃতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ভারসাম্য নষ্ট হয়। আমাদের দেশেও মা বাবা বা বয়োজ্যেষ্ঠরা বলেন 'সদা সত্য কথা বলিবে' 'সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি'। বাবা মা শিশুর আদর্শ, শিক্ষকও আদর্শ, ক্লাস কি? আমরা যেখানে যা শিখছি তাই-ই ক্লাস। সারা পৃথিবী আমাদের ক্লাসরুম। আমরা দেখে শিখি। মানুষের আচার ব্যবহার দেখে শিখি, বই পড়ে শিখি, টিভি দেখে শিখি, খবরের কাগজ পড়ে শিখি। আমি মনে করি এ অনুষ্ঠানে তোমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছো, জানতে পেরেছো। ভাল কিছু করতে হলে এটাই যথেষ্ঠ।

মেধার তীর্থে আলোকিত হই বন্ধুত্বের বন্ধনে

সকাল যখন ৮.৩০ তখন আউস্ট ক্যাম্পাসে হাজির শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজের ৫জন শিক্ষার্থী। তাদের সাথে ১জন শিক্ষক। তারপর একে একে আসতে শুরু করে ২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১০০জন শিক্ষার্থী। রেজিস্ট্রেশন পর্ব সেরে তারা অপেক্ষা করছে অলিম্পিয়াডে যোগ দেওয়ার জন্য। তার আগে হবে জাতীয় সঙ্গীত।

সারি সারি দাঁড়িয়ে গেল শিক্ষার্থীরা ১০টি সারিতে। উপস্থিত হলেন ইটুএসডির সিইও কাজী আলী রেজা, প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর চিন্ময় মুৎসুদ্দী। এছাড়া ২০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে ২৫জন শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক। ৯টা বাজার সাথে সাথে সবাই প্রস্তুত জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনে নেতৃত্বদানে আছে রাজধানী ঢাকার তেজগাঁও সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ৫জন শিক্ষার্থী। প্রোগ্রাম অফিসার জাহাঙ্গীর যুবরাজ-এর নির্দেশনামূলক কথা শেষে শুরু হয় জাতীয় সঙ্গীত। তারপর জাতীয় পতাকার উদ্দেশে সালাম। এরপর ব্যানার নিয়ে অলিম্পিয়াড পরীক্ষা হলে প্রবেশ করে সকলে।

সকাল ১০টায় শুরু হয় এথিক্স অলিম্পিয়াড সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা। পরীক্ষা শুরু হয় দোতলায় ৩টি রুমে। প্রতিরুমে পর্যাপ্ত আসন বিন্যাস ছিল। নীরব পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় এ পর্বটি। এটি অলিম্পিয়াডের গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলার সাথে মনোযোগ সহকারে পরীক্ষায় অংশ নেয়। এ পর্বটি পরিচালনা করেন সাইফুজ্জামান রানা।

এথিক্স অলিম্পিয়াডকে বৈচিত্রময় ও বহুমাত্রিক করতে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করা হয়। ছিল সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা।

এথিক্স অলিম্পিয়াডে বিজয়ীদের সাথে অতিথিবৃন্দের ফটোসেশন

২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ৩টি ক্লাস্টারে বিভক্ত করে সৃজনশীল প্রতিযোগিতা সাজানো হয়। সৃজনশীল প্রতিযোগিতা শুরু হয় ১১টায় প্রথমে কবিতা আবৃত্তি। এতে অংশ নেয় ৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৭জন প্রতিযোগী।

পরের পর্ব উপস্থিত বক্তৃতা– সেখানেও অংশ নেয় ৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৭জন প্রতিযোগী। এ দু'টি পর্বে ১৪জন দাপুটে প্রতিযোগী তাদের সর্বোচ্চ মেধা নিয়োগ করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে। খুব উপভোগ্য ছিল এ দু'টি পর্ব।

এবার ভোজনপর্ব। ২০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা ও কর্মকর্তা কর্মচারীসহ সকলে দুপুরের খাবার ছিল আউস্টের ক্যান্টিনে। এখানেও শিক্ষার্থীদের নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল চমৎকার। সকলে একে অপরের প্রতি ছিল সহমর্মীতা।

'তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উন্মোচন'

দুপুরের খাবারে পর শুরু হয় মরমী সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ গীতিকবিদের গান নিয়ে ছিল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায়। ক্লাস্টারভুক্ত গানগুলো ছিল জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের খেলিছ এ বিশ্বলয়ে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, রজনীকান্ত সেনের প্রভু প্রভু নির্মল কর, মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে, হাসন রাজার মিলন হবে কত দিনে, লালন ফকিরের জাত গেল জাত গেল ও জসিম উদ্দিনের কেহ করে বেচাকেনা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চিন্ময় মুৎসুদ্দী। বিচারক ছিলেন সাজেদ ফাতেমি, মোরশেদুল আলম চৌধুরী ও কামাল আরিফ। বিচারকরা তাদের ন্যায়নিষ্ঠা দিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে রায় দেন। এখানে বিচারকদের অনুভূতি প্রকাশ করে বক্তব্য বলেন তিন বিচারক। তারা মনে করেছেন সঙ্গীতের তাল-লয়-সুর পরিবেশনায় সকলেই সেরা হওয়ার যোগ্য। তিনজন সেরা বাছাই করা ছিল বেশ কঠিন।

ইটুএসডির প্রথম এথিক্স অলিম্পিয়াড এর জন্য শুভেচ্ছা বক্তব্য বলেন কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, যুক্তরাষ্ট্রের ডার্ট মাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক প্রফেসর আতাউল করিম, গ্রীণ ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. গোলাম সামদানি ও আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ফাজলী ইলাহি।

ইটুএসডি-এর থিম সং সুধীমহলে প্রশংসিত হয়েছে। 'তোরা যে যা বলিস ভাই আমি মানুষ হতে চাই' গানটিতে সত্যিকারের মানুষ হওয়ার আহ্বান ও আকুতি ছিল। এই থিম সং নির্মাণে ইটুএসডি ১টি টিম নির্মাতাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে।

'মানুষ হতে চাই' থিম সং-এর গীতিকার ও সুরকার ছিলেন সাজেদ ফাতেমি। কণ্ঠ দিয়েছেন সাজেদ ফাতেমি ও সোহেলী মনি। ভিডিও ধারণ করেন আল কারিম। সহযোগিতায় ছিলেন ইটুএসডি-র আইটি কর্মকর্তা মো. মোরসালিন, শিক্ষক আবদুস সাত্তার ও গোমাইল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ।

এথিক্স অলিম্পিয়াডে শিক্ষার্থীদের সাথে গুণিজনদের মতবিনিময় ছিল আরেকটি চমৎকার সেশন। অংশগ্রহণমূলক এ পর্বে শিক্ষার্থীরা জানার আগ্রহ নিয়ে নানা প্রশ্ন করে, আকর্ষণীয় উপস্থাপনায় উত্তর দেওয়া হয়। এ পর্বটির সঞ্চালক ছিলেন ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ মিজানুর রহমার খান।

ইটুএসডি-র বহু প্রতিক্ষিত ও আকাঙ্ক্ষিত এথিক্স অলিম্পিয়াড ২০২৩-এর সমাপনী পর্বে ছিল বিশিষ্টজনদের বক্তব্য এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ তখন মঞ্চে ছিলেন বিশিষ্টজনরা। অডিয়েন্সে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বেশ ক'জন প্রধান শিক্ষক এবং অভিভাবকসহ শুভানুধ্যায়ীরা।

এই পর্বে এথিক্স অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী সকলকে সনদপত্র ও ক্রেস্ট দেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মোট ৫জনকে শ্রেষ্ঠ

এথিক্স অলিম্পিয়াডে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ৫জন

১ম. আকিবুল হাসান রাফি- গভ: সায়েন্স হাইস্কুল, ২য়. আব্দুল্লাহ বিন মাশরুর- মডেল একাডেমি, ৩য়.শাহরিন ইসলাম- গুমাইল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ৪র্থ. রিফসান জাহান রোমা- আহ্ছানিয়া মিশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ৫ম. সাফিনা হোসাইন লাবিবা- মীরপুর গালর্স আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইনস্টিটিউট

পুরস্কার দেওয়া হয়। তারা পান বিশেষ ক্রেস্ট। সনদপত্রগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের হাতে আর প্রতিযোগীদের হাতে দেওয়া হয় ক্রেস্ট। প্রতিযোগিতা মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট গুণিজনদের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা যারপর নাই খুশি।

অলিম্পিয়াড পুরস্কার বিতরণের সাথে সৃজনশীল প্রতিযোগিতারও ফলাফল ঘোষণা ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ পর্বটি পরিচালনা করেন ইটুএসডি-র সিইও কাজী আলী রেজা। এরইসঙ্গে ২০২৩ সালের এথিক্স অলিম্পিয়াডের স্মরণীয় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

জাহাঙ্গীর যুবরাজ, প্রোগ্রাম অফিসার, ইটুএসডি

কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলার হামিদ পল্লী গ্রামের নৌকা স্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা

কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলায় ভিন্নধর্মী শিক্ষা আয়োজন নৌকা স্কুল

শিশুদের স্কুলে আসতে হয় না স্কুলই শিশুদের কাছে যায়

মো. সাইফুল ইসলাম

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা হাওড় এলাকার অংশ। এটি এমন একটি এলাকা যা নদী, হ্রদ, পুকুর এবং খাল দ্বারা বেষ্টিত। এখানকার নিচু জমি বন্যাপ্রবণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠায় বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বন্যা পরিস্থিতি আরো খারাপ হচ্ছে। কখনো আকস্মিক, আবার কখনো বিলম্বিত বন্যা এখানকার মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রতিনিয়ত ঝুঁকির মুখে ফেলে দিচ্ছে। এখানে শিশুরা অনেক বাধার সম্মুখীন হয় যা তাদের শিক্ষায় অন্তর্ভূক্তি এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানকে বাধাগ্রস্ত করে। প্রথমত, ছেলেমেয়েরা-বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপয়োগী ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে আসা যাওয়ার জন্য জলাবদ্ধ এলাকা অতিক্রম করতে খুব অসুবিধা হয় এবং ঝুঁকির্পূণও বটে। বিশেষ করে বন্যার দীর্ঘ মাসগুলোতে। দ্বিতীয়ত, এলাকার দুর্গম ভূপ্রকৃতির কারণে অনেক স্কুল রয়েছে সেগুলো মানসম্পন্ন শিক্ষক কর্মীদের আকৃষ্ট করতে এবং ধরে রাখতে পারে না। তৃতীয়ত, পারিবারিক দারিদ্র্য এবং দুর্বলতা। অর্থাৎ অনেক শিশু প্রায়ই ক্ষুধার্ত বা অসুস্থ থাকে, অথবা তাদের পরিবারে কাজ করতে এবং পরিবারের আয়ে অবদান রাখতে বাধ্য হয়, অথবা বন্যার কারণে অনেক পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়।

এলাকার পরিবেশ, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক অবস্থা দেশের উঁচু এলাকাসমূহের মতো নয়। মিঠামইন এলাকাটি বছরের প্রায় ৬ মাস পানিতে ভরপুর থাকে, নদীবাহিত হওয়ার কারণে প্রায়শঃই বেশ স্রোতশ্বিনী থাকে। এ সময় যাতায়াতের

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার হামিদপল্লী নৌকা স্কুল

একমাত্র বাহন থাকে নৌকা এবং ট্রলার। কিছু কিছু সময় নৌকাডুবির ঘটনাও পরিলক্ষিত হয়। এ এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ও পর্যাপ্ত নয়। ফলে, বাবা-মা এমন পরিস্থিতি বিবেচনায় তাদের সন্তানদের দুরে স্কুলে পাঠান না। ফলশ্রুতিতে, বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী স্বভাবতই স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে থেকে যায়। এই বাধাগুলোর সম্মিলিত পরিণতি হল জলাভূমির শিশুদের স্কুলে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাওয়া, এবং যারা স্কুলে ভর্তি হয়েছে তাদের ঝরে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়া। এ এলাকায় সাক্ষরতার নিম্নহারের কারণ দারিদ্র্য চক্র এবং উপরে বর্ণিত বাস্তবতার প্রভাব উভয়ই। এর বিরূপ ফল হলো এখানকার শিক্ষার নিম্নহার। এখানেই বাস্তবায়িত হচ্ছে DAM-UK এর সহায়তায় READ FOUNDATION, UK এর অর্থায়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন Innovative Wetland Education Provision(IWEP) নামে একটি ইনোভেটিভ প্রকল্প।

সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, প্রকল্পটির আওতায় কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার ৪২০ জন শিক্ষার্থীদের নিয়ে ২টি ভাসমান নৌকা স্কুল ও ১০টি হাটিভিত্তিক (হাওড় অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গা যেখানে একটি সম্প্রদায় বসবাস করে)চিলড্রেন লার্নিং সেন্টার (সিএলসি) বা শিশু শিখন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে প্রকল্পটির মূল ইনোভেশন, এর ২টি ভাসমান নৌকা। এ স্কুল ২টির ইনোভেটিভ এ্যাপ্রোচ স্থানীয় প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা বিবেচনাকে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে নিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে।

মো. এরশাদ মিয়া
মিঠামইন উপজেলা
নির্বাহী অফিসার

নৌকা স্কুল ফলপ্রশু। এখানে বাচ্চাদের পড়ালেখার মান ভাল এবং তারা স্কুলে আসতেও বেশি আগ্রহী।

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে সংগ্রহ করা, স্কুল ছুটির পর পুনরায় ঐসব শিক্ষার্থীদের যথাস্থানে পৌছে দেয় একজন নৌকার মাঝি। এভাবে ২য় শিফ্টের জন্যও তিনি একই কাজ করেন। প্রতিটি নৌকায় শিক্ষার্থীদের দেখভাল করা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষিকার পাশাপাশি একজন নারী কেয়ারগিভার বা যত্নপ্রদানকারী থাকেন। যিনি সার্বক্ষণিক শিক্ষার্থীদের প্রতি যে কোন ধরনের অসঙ্গত আচরণ বা ঝুঁকির প্রতি নজর রাখেন।

প্রকল্পের শিখন কেন্দ্র শুরুর পূর্বেই মাঠজরিপের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। শ্রেণীকক্ষ, ভাসমান এবং হাটিভিত্তিক যাই হোক, স্কুলগুলোতে একটি স্বাগত এবং কার্যকর শিক্ষার ক্ষেত্র তৈরি করতে আকর্ষণীয়ভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। দৈনিক তিন ঘণ্টা ও সাপ্তাহিক ছয় দিন এখানে ক্লাস পরিচালিত হয়। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য মিঠামইন উপজেলার ৬-১৪ বছর বয়সী ৫৮৮ জন বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুরা যাতে টেকসই ও মানসম্পন্ন প্রাথমিক

শিক্ষার সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করা।

মিঠামইন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. এরশাদ মিয়া বলেন, নৌকা স্কুল ফলপ্রশু। এখানে বাচ্চাদের পড়ালেখার মান ভাল এবং তারা স্কুলে আসতেও বেশি আগ্রহী। হাওড় অঞ্চলে আনুষ্ঠানিক স্কুলগুলোতে ড্রপ-আউট-এর সংখ্যা বেশি হলেও নৌকা স্কুলে ড্রপ-আউট এর পরিমান অনেক কম। তাই এই এলাকায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে নৌকা স্কুল আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

মিঠামইন উপজেলা শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন বলেন, নৌকা স্কুলের শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট সৃজনশীল। শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি শিশুবান্ধব হওয়ায় যতটুকু সম্ভব আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। এই এলাকার দরিদ্র পরিবারের শিক্ষাবঞ্চিত শিশুরা নৌকা স্কুলের মাধ্যমে লেখা-পড়া শিখতে পারছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের যুগ্ম-পরিচালক মো. মনিরুজামান বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টর সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষাসেবা প্রদানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর এবিএম সাহাব উদ্দিন বলেন, এ প্রকল্পটিকে আমরা একটি সৃজনশীল প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করি। এর মূল কারণ হলো- স্থানীয় ভূপ্রাকৃতিক অবস্থান বিবেচনা করে অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে এবং হাওড় অঞ্চল হওয়ায় শিক্ষার্থীদের স্কুলে না এনে স্কুল শিক্ষার্থীদের দোরগোঁড়ায় বা তাদের অবস্থানের কাছাকাছি নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করাই এই প্রকল্পের বিশেষত্ব।

জহরলাল দাস
সহকারী অধ্যাপক,
মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হক
সরকারি কলেজ, মিঠামইন

নৌকা স্কুলের বিশেষত্ব হলো নৌকা স্কুলগুলো বিভিন্ন হাটি থেকে শিক্ষার্থীদের তুলে নেয়, নৌকাতেই ক্লাস পরিচালনা করে

উল্লেখ্য, নৌকা স্কুলগুলো বিভিন্ন হাটি থেকে শিক্ষার্থীদের তুলে নেয়, নৌকাতেই ক্লাস পরিচালনা করে। ফলে শিশুরা যেমন নিরাপদ থাকে, সকল অভিভাবক নিরাপদ ও নিরাপত্তা বোধ করে ও নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। প্রতিটি নৌকা স্কুলে একজন মাঝি সার্বক্ষণিক নৌকা পরিচালনা করেন।

এ প্রসঙ্গে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হক সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক জহরলাল দাস বলেন, নৌকা স্কুলের বিশেষত্ব হলো বর্ষা মৌসুমে শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসে না বরং স্কুলই শিক্ষার্থীদের কাছে যায়। ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে একটি আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করে। তবে এই শিক্ষা পরিচালনা জন্য যথেষ্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।

হামিদ পল্লী নৌকা স্কুলের শিক্ষার্থী রাব্বি (৭) বলেন, আমি প্রতিদিন স্কুলে আসি আর এখানে সবার সাথে লেখাপড়া করি। আমি দেখে দেখে পড়তে পারি। ছবি আঁকতে পারি। আমি বড়

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার বেড়িবাঁধ শিশুশিখন কেন্দ্রে শিশুরা পড়ালেখা করছে

রুহুল আমিন
মিঠামইন উপজেলা
শিক্ষা অফিসার

এই এলাকার দরিদ্র পরিবারের শিক্ষা বঞ্চিত শিশুরা নৌকা স্কুলের মাধ্যমে লেখা-পড়া শিখতে পারছে

হয়ে পুলিশ হব। পুলিশ হয়ে সব খারাপ মানুষদের ধরে নিয়ে যাবো।

৮ বছরের তাসমি বলেন, আমি লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হব। ডাক্তার হয়ে মানুষের রোগ ভালো করে দিব। এই স্কুলের ম্যাডাম আমাদের অনেক ভালোবাসে।

যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম নৌকা। যেখানে জীবিকার উপার্জনই অনেকটাই দুঃসাধ্য ব্যাপার সেখানে সন্তানদের লেখা-পড়ার জন্য নৌকায় করে এই প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অনেকটা মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের লেখা-পড়া করানোর কথা চিন্তায়ও আসেনা। এমন পরিস্থিতিতে ভিন্নধর্মী আয়োজন 'হামিদ পল্লী নৌকা স্কুল' গ্রামের শিশুদের অক্ষরজ্ঞান স্কুল শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ২০২৩ সালে DAM-UK-এর সহায়তায় READ FOUNDATION, UK-এর অর্থায়নে একই কার্যক্রম Innovative Wetland Education Provision (IWEP) Project-এর মাধ্যমে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বাস্তবায়ন করছে। বর্তমান এই প্রকল্প ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেয়াদ থাকলেও ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম চলমান থাকবে বলে প্রত্যাশা করছে মিশন কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, এই প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতাদানকারী ইউকেভিত্তিক সংগঠন 'রীড ফাউন্ডেশন' ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে দীর্ঘদিন বিভিন্ন বিশেষায়ীত প্রকল্প যেমন পথ

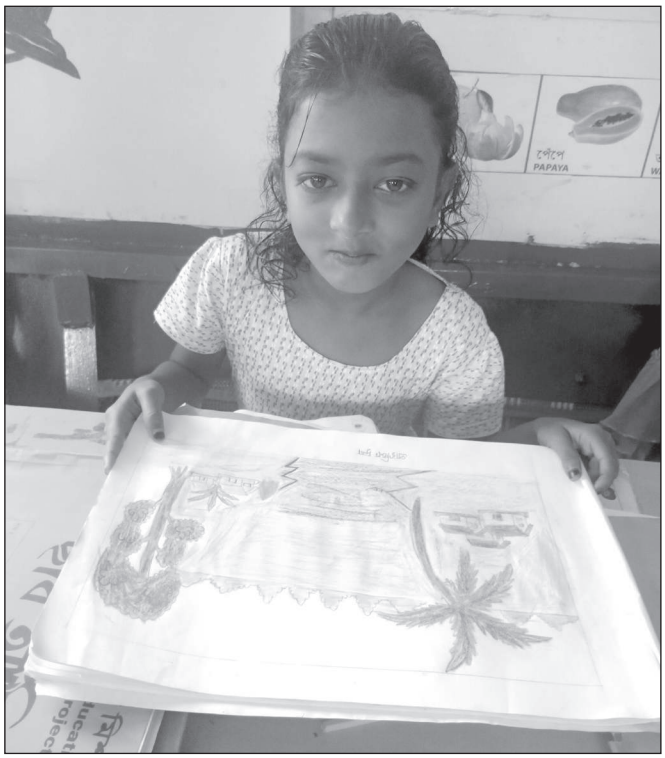

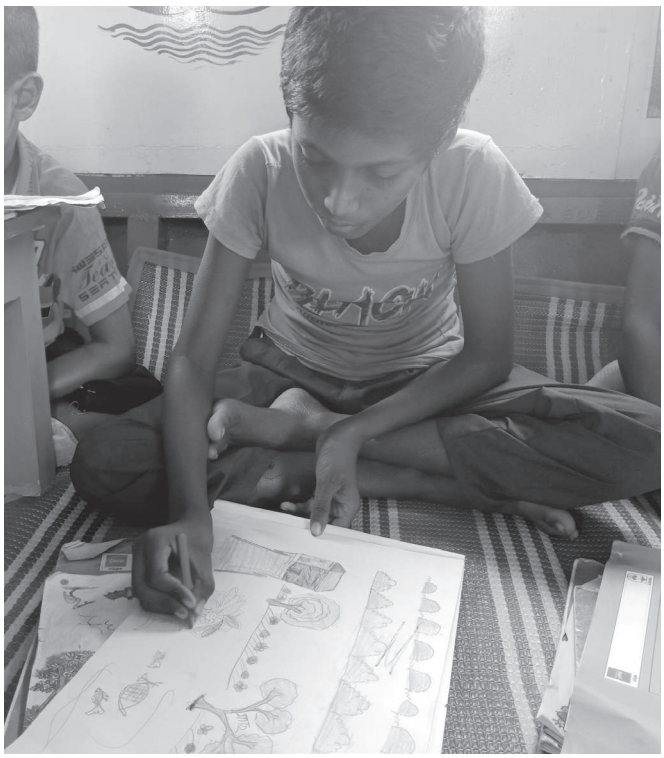

নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে নতুন জীবনে ছবি আঁকছে নৌকা স্কুলের নবীন শিক্ষার্থীরা

হামিদ পল্লী গ্রামের অধিবাসী ও হামিদ পল্লী নৌকা স্কুলের সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন বলেন, প্রায় ২ হাজার মানুষের বসবাস কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার হামিদ পল্লী গ্রামে। কিন্তু এখানে নেই কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বছরের প্রায় অর্ধেক সময় একটি দ্বীপের মতো জলবেষ্টিত থাকে এই গ্রাম। বাইরের জগতের সাথে সম্পন্ন করে তোলা, পড়াশোনায় আগ্রহী করে তোলা এবং পরবর্তীতে মূলধারায় পড়ালেখার সাথে সংযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ২০১৭ সালে Rich Out to Asia (ROTA)-এর আর্থিক সহায়তায় জয়ফুল প্রকল্পের মাধ্যমে কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলায় নৌকা শিশুদের জন্য ড্রপ-ইন-সেন্টারভিত্তিক সেবা প্রদানে সহযোগিতা, দরিদ্র মানুষের মধ্যে খাবার বিতরণ, শিক্ষা সেবা ইত্যাদি প্রকল্পে সহযোগিতা দিয়ে আসছে। এ প্রকল্পগুলোর জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগী সংগঠন ডাম-ইউকে মধ্যস্থতা করে থাকে।

মো. সাইফুল ইসলাম, জনসংযোগ কর্মকর্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ক্ষুদ্রঋণে সফল শাহাবুদ্দীন মিজির জীবনের গল্প

মরিয়ম সেঁজুতি

মো. সাহাবুদ্দিন মিজি। হতাশা আর অন্ধকার থেকে ঘুরে দাঁড়ানো এক যোদ্ধার নাম। মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার নয়াগাঁও গ্রামের ৬৪ বছর বয়সী সাহাবুদ্দিন মিজি শুন্য থেকে শুরু করে বর্তমানে প্রতিমাসে ৬০-৬৫ হাজার টাকা আয় করছেন। নিজের হারানো ভিটে-বাড়ি ফিরে পাওয়ার স্বপ্নও দেখছেন।

জীবনের শুরুতে ভালই চলছিল। ছিল পারিবারিক সূত্রে পাওয়া সুতার মিল ও সুতার ব্যবসা। মাত্র ১৯ বছর বয়সে বিয়ে করেন ১৪ বছর বয়সী রাসিদা বেগমকে। দুই ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে সংসারটা সুখেরই ছিল। ছিল পরিশ্রমী জীবন আর সংগ্রামী মানসিকতা। পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া জমিতে একটি চৌচালা আধা-পাকা ঘরও ছিল। বাবার দেয়া ব্যবসাকে নিজের পরিশ্রম আর মেধা দিয়ে আরো বড় করে তুলেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তার চলার পথে বড় এক বাধা এসে দাঁড়ায়। ২০১৬ সালে স্ত্রী রাশিদা বেগমের পেটে টিউমার ধরা পড়ে। চিকিৎসা খরচ মেটাতে দুই শতক জমিতে থাকা চৌচালা বাড়িটি বিক্রি করে দিতে হয় সাহাবুদ্দিন মিজিকে। এক সময় গোয়ালের গরু, এমনকি ভিটেমাটি বিক্রি করেও শেষ রক্ষা হয় না। বাঁচাতে পারে না স্ত্রীকে। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে আড়াই বছরের চিকিৎসা শেষে স্ত্রী রাসিদা বেগমের মৃত্যু হয়। দেশে-বিদেশে মিলিয়ে চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে ব্যবসার পুঁজি তো হারালেনই, হারালেন বাড়ি, এমনকি জমিও। দেনার দায়ে সুতার ব্যবসাও বন্ধ হয়ে যায়। বাল্যবন্ধু রফিকের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয় তাকে। বড় ছেলে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়িতে থাকে। বাবার কোন খোঁজ-খবর রাখে না। অভাবের কারণে একমাত্র মেয়েকে ১৪ বছর বয়সেই বিয়ে দেয়া হয়।

সবকিছু হারিয়ে দিশেহারা সাহাবুদ্দিন নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেন। ধার দেনা করে ছোট ছেলে সাইফুলকে তিন লাখ টাকা খরচ দিয়ে দুবাই পাঠিয়ে দেন। কিন্তু বৈশ্বিক মহামারি করোনার প্রভাবে চাকরিহারা হয়ে দেশে ফিরে আসে সাইফুল। এরপর শুরু হয় আরেক জীবনযুদ্ধ। প্রতিনিয়ত

পাওনাদারদের আতঙ্কে থাকতে হতো বাবা-ছেলেকে। হতাশা ভর করতে থাকে তার মধ্যে। ভাবলেন, এ জীবন রেখে লাভ কী। এমন সময় চাচাতো বোন তাকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরুর কথা বললেন। কিন্তু এমন নিঃস্ব ব্যক্তি কোথায় ঋণ পাবে-তাই নিয়ে ভাবনা। শুরু করলেন ভাড়ায় মিশুক চালানো। বাবাছেলে মিশুক চালিয়ে যা আয় করেন তা দিয়ে দেনা পরিশোধ পরের কথা, থাকা-খাওয়াই হয় না। কারণ একটা মিশুক দিয়ে দিনে ৭০০-৮০০ টাকা আয় করা সম্ভব হলেও দিনশেষে মিশুক ভাড়া বাবদ দিতে হয় ৩৫০ টাকা। শাহাবুদ্দীন মিজির চাচাতো বোন ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে নিজেই একটা মিশুক কিনে চালাতে বললেন।

মুন্সীগঞ্জ শহরে যেহেতু সরাসরি পরিবহন (বড় গাড়ী) চলাচল নেই সেহেতু স্থানীয় যাতায়াতের জন্য মিশুক- সিএনজি'র রয়েছে প্রচুর চাহিদা। মিশুক চালানোই হচ্ছে মুন্সীগঞ্জের অন্যতম সহজ পেশা। চাচাতো বোনের পরামর্শ নিয়ে সাহাবুদ্দিন মিজি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান-ডিএফইডির মুন্সীগঞ্জ সদর ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করেন। নিয়মমাফিক যাচাই-বাচাই করে ডিএফইডি মুন্সীগঞ্জ সদর ব্রাঞ্চ সমাজপতির জিম্মায় বাই মুয়াজ্জল পদ্ধতিতে ৮০ হাজার টাকায় কিনে দেন একটা নতুন মিশুক গাড়ি। শাহাবুদ্দীন মিজির ছোট ছেলে সাইফুল তখনও ভাড়ায় মিশুক চালায়।

ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে সাহাবুদ্দিনের ভাগ্যের চাকা। এক বছরের মধ্যে ধারদেনা প্রায় পরিশোধ করে ফেলেন তিনি। নিয়মমাফিক পরিশোধ হয়েছে ডিএফইডি'র মিশুকের ঋণও। প্রথমবারের দেনা পরিশোধ করে দ্বিতীয় দফায় আবারও ডিএফইডি থেকে এক লাখ টাকায় কিনেন নতুন আরেকটি মিশুক এবং নিজের পুরাতন মিশুকের জন্য নতুন ব্যাটারী। এরপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি শাহাবুদ্দীন মিজিকে। গত দুই বছরের উপার্জন দিয়ে কিনেছেন আরো ছয়টি মিশুক। স্থানীয় বাজারের মোড়ে দোকান ভাড়া নিয়ে করেছেন মিশুক-সিএনজি মেরামত সেন্টার এবং মিশুকের গ্যারেজ। যেখানে প্রতিদিন ৪৫-৫০টি মিশুকের চার্জ দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। পুরাতন মিশুক কেনা-বেঁচার ব্যবসাও আছে। এখন মাসে ৬০-৬৫ হাজার টাকার বেশি আয় হচ্ছে। স্বপ্ন দেখছেন নিজের জায়গায় একটি বাড়ি তৈরির।

তিনি বলেন, ব্যাংক বা কোনো জায়গায় ঋণ নিতে গেলেই সম্পদ দেখাতে হয়। কিন্তু যার কিছুই নেই সে কীভাবে সম্পদ দেখাবে? আশেপাশের ২/১টা এনজিওর কাছে ঋণের জন্য ধরনা দিয়েও সাড়া পাইনি। সবাই ভেবেছে, আমি হয়তো টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবো। কিন্তু এখানে আমার বাপ-দাদার কবর। স্ত্রীর কবর। এসব রেখে কোথায় যাবো? সেদিক থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডিএফইডি'র মুন্সীগঞ্জ সদর ব্রাঞ্চের স্যার অনেক ভালো। আমাকে প্রথমেই ৮০ হাজার টাকা দিয়ে একটা নতুন মিশুক গাড়ি কিনে দেন। প্রথমবারের টাকা প্রায় শোধ হয়েছে। এবারে ডিএফইডি থেকে এক লাখ টাকায় কিনেছি নতুন আরেকটি মিশুক এবং নিজের পুরাতন মিশুকটার জন্য নতুন ব্যাটারী।

এভাবেই ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে নিজের অভাব ঘুচিয়েছেন সাহাবুদ্দিন মিজি। স্বপ্ন দেখছেন আবারো একখণ্ড নিজের জমি, একটা নিজের বাড়ির।

২৮ জানুয়ারি ২০২৩, দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকায় প্রকাশিত

এএমসিজিএইচ মিরপুরে অত্যাধুনিক অটো বায়োকেমিস্ট্রি এনালাইজার মেশিন স্থাপন

মিরপুর ক্যান্সার হসপিটালে অত্যাধুনিক অটো বায়োকেমিস্ট্রি এনালাইজার মেশিন স্থাপন

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল মিরপুরের প্যাথলজি সেন্টারে রোগীর পরীক্ষার জন্য আধুনিক টেস্ট সরঞ্জাম প্রয়োজন। ইতোমধ্যে সিবিসি (সিক্সম্যাক্স সেলকাউন্টার), ইমিউনোলজি মিনি এনালাইজার, প্লাটিলেট সেপারেটর, সেন্ট্রিফিউজ প্রভৃতি মেশিনের পাশাপাশি হাঙ্গেরীর তৈরি অটোমেটেড বায়োকেমিস্ট্রি এনালাইজারটি (মডেল- পি ৫০০) হাসপাতালের ল্যাবরেটরীতে এক নতুন সংযোজন। নিজস্ব অর্থায়নে সংযোজিত অত্যাধুনিক এই অটো এনালাইজার মেশিনে ১৫ মিনিটের মধ্যে ৭২জন রোগীর ৯২টি টেস্ট একসাথে করা যাবে।

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল মিরপুর-এর ল্যাবে অটোমেটেড বায়োকেমিস্ট্রি এনালাইজার মেশিনটি ১৫ অক্টোবর ২০২৩ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন হাসপাতালের পরিচালক কাজী ফরহাদ আলভী এবং উপস্থিত ছিলেন উপপরিচালক ডা. সুব্রত মিস্ত্রী। এছাড়া অনকোলজি বিভাগীয় হেড ডা. ইসলাম উদ্দিন চৌধুরী, সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. সেলিনা পারভীন, ডা. ফারজানা তালুকদার, প্যাথ লজি বিভাগের প্রধান ডা. মবিন আহমেদ, স্টাফ নার্স, ল্যাব টেকনোলজিস্ট ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। পরিচালক বলেন, 'অত্র হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগে অটোমেটেড বায়োকেমিস্ট্রি এনালাইজার মেশিনের সংযোজন ও স্থাপনা এক নতুন যুগের উন্মোচন করেছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে রোগীদের নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য পরীক্ষার জন্য অদূর ভবিষ্যতে হাসপাতালের সেবার মান বৃদ্ধিকল্পে মাল্টি ফাংশনাল আধুনিক ল্যাব মেশিনাদি ক্রয়ের বিষয়টি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনায় রয়েছে।'

ক্যান্সার সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল মিরপুরে ১১ নভেম্বর ২০২৩ স্তন ক্যান্সার সচেতনতামূলক এক সেমিনার ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেজর জেনারেল অধ্যাপক ডা. আজিজুল ইসলাম এবং ইনার হুইল ক্লাব (নাইটেঙ্গেল ইউনিট) এর সভাপতি মিসেস আফরোজা আক্তার। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট অনকোলজিস্ট ডা. ইসলাম চৌধুরী এবং সচেতনতামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডা. শারমিন হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হাসপাতালের উপ পরিচালক সিনিয়র কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. সুব্রত মিস্ত্রী।

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে চালকদের স্বাস্থ্যসচেতনতা জরুরি

বিনামূল্যে মোটরযান চালকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব আমিন উল্লাহ নুরী

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে চালকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এ.বি.এম আমিন উল্লাহ নুরী। ১১ অক্টোবর ২০২৩ রাজধানীর নিকুঞ্জ এলাকায় বিআরটিএ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে বিনামূল্যে মোটরযান চালকদের স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

আমিন উল্লাহ নুরী আরো বলেন গতবছর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত একই কার্যক্রমে প্রায় ৬ শত চালকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখা গেছে ৩৬% চালকের উচ্চ রক্তচাপ সমস্যা, ১৭% চালকদের দৃষ্টিজনিত সমস্যা এবং প্রায় ৭% চোখের ছানির সমস্যা পাওয়া গিয়েছে। অনুষ্ঠানের সভাপতি বিআরটিএর চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মজুমদার বলেন, আমাদের দেশের চালকরা তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নয়। বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা, বিশেষ করে চোখের সমস্যা নিয়ে তারা গাড়ি চালিয়ে থাকে। এবং এটি সড়ক দুর্ঘটনার একটি অন্যতম কারণ। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদানে চালকদের প্রতি অনুরোধ জানান।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমানের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিসের প্রেসিডেন্ট লায়ন মুস্তোফা ইমরুল কায়েস (এমজেএফ)সহ অন্যান্যরা।

এইচআইভি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য নিরসন ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে

নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁওয়ে বিএসিই ট্রেনিং সেন্টার মাঠে সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনালের কারিগরি সহযোগিতায়, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কনসোর্টিয়ামের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এবং গ্লোবাল ফান্ডের অর্থায়নে ২৫ অক্টোবর পেয়ার ভলেনটিয়ার সমাবেশ-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সেভ দ্য চিলড্রেনের হেলথ ও নিউট্রেশন সেক্টরের পরিচালক ডা. লিমা রহমান বলেন, এইচআইভি এইডস এর ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীদের বৈষম্য নিরসন ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। যৌনকর্মীদের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও জেন্ডার বেজড ভায়োলেন্সের বিরূদ্ধে যৌনকর্মীদের সংগঠিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তাদের এই প্রচেষ্টা অব্যহত রাখার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সেভ দ্য চিলড্রেনের এইচআইভি এইডস প্রোগ্রামের চীফ অফ পার্টি ডা. রনওক খান বলেন, পেয়ার আউটরিচ ওয়ার্কাররা এইচআইভি পজেটিভ রোগীদের কাউন্সিলিং ও স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনতে ও এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ক্লিনিক্যাল সার্ভিসের টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট প্রোগ্রাম অফিসার মো. নাছির উদ্দিন ও ডা. জান্নাতুল মারফীর সঞ্চালনায় সমাবেশে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেভ দ্য চিলড্রেনের সিনিয়র প্রজেক্ট ম্যানেজার সালিমা সুলতানা, এইচআইভি এইডস প্রোগ্রামের সিনিয়র ম্যানেজার (অপারেশন) মো. মির্জা মঈনুল ইসলাম, ক্লিনিক্যাল সার্ভিসের টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট ডা. আহমেদ মোত্তাসিম বিল্লাহ, সিএসএস'র টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট মোরশেদা আক্তার, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের সহকারী পরিচালক (মেডিকেল সার্ভিসেস) ডা. নায়লা পারভীন, কেয়ার বাংলাদেশের প্রতিনিধি আখতার জাহান শিল্পী এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ফিমেল সেক্স ওয়ার্কার ইন্টারভেনশনের টিম লিডার মো. কামরুজ্জামান ছাড়াও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কনসোর্টিয়ামের ফিমেল সেক্স ওয়ার্কার ইন্টারভেনশনের সহযোগী সংস্থা ইপশা, নারী মুক্তি সংঘের ৯টি ডিআইসি ও ১৬টি আউটলেটের পেয়ার আউটরিচ ওয়ার্কারসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং সেক্স নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বক্তারা আরো বলেন, এই রোগের প্রভাব মহামারী আকারে না থাকলেও-এর বিস্তার এখনো বিদ্যমান। যৌনকর্মীদের এবং সুঁই-এর মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীদের মত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে অনিরাপদ যৌনাচারন ও অনিরাপদ সুই-সিরিঞ্জ ব্যবহারের হার এখনও আশংকাজনক। যা আমাদের দেশে এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি বৃদ্ধি করছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম (এনএএসপি)-এর মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে এইডস মুক্ত করার লক্ষ্যে সেভ দ্য চিলড্রেনের কারিগরি সহযোগিতায়, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কনসোর্টিয়াম 'ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য এইচআইভি প্রতিরোধে অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম' বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে পেয়ার আউটরিচ ওয়ার্কারসহ সমাজের সকল স্তরের জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন।

সমাপনী বক্তব্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, এইচআইভিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আমরা কাজ করছি। আমরা স্বপ্ন দেখি ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর বুকে এইডসমুক্ত একটি সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে পরিচিত হবে বাংলাদেশ।

তরুণ প্রজন্মকে রক্ষায় ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করতে হবে: ই-ক্যাব

রাজধানীর বনানীস্থ ই-ক্যাব কার্যালয়ে ই-সিগারেটের উপর আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

তরুণ প্রজন্মকে নেশায় আসক্ত করতে হিট-নট-বার্ন বা ই-সিগারেট একটি নতুন অস্ত্র। যা এ প্রজন্মের জন্য মারাত্মক হুমকি। তাই দেশের তরুণ সমাজকে রক্ষায় এখনই ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করা জরুরি বলে জানিয়েছেন ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) সদস্যরা।

সিগারেট কোম্পানিগুলো তরুণদের মাঝে ই-সিগারেট উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশলে প্রচারণা চালাচ্ছে বলেও জানান তারা।

সম্প্রতি রাজধানীর বনানীতে ই-ক্যাব কার্যালয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টর কর্তৃক আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন বক্তারা। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী শরিফুল ইসলাম।

তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্বৃতি দিয়ে বলেন, ই-সিগারেটসহ সকল ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টকে স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এমনকি, ই-সিগারেটকে তামাক পণ্য ব্যবহারের গেটওয়ে হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সময় ই-ক্যাবের সহ-সভাপতি সাহাব উদ্দিন শিপন বলেন, তামাক কোম্পানি সবসময়ই বিভিন্ন কূট-কৌশল অবলম্বন করে দেশের জনস্বাস্থ্যকে ক্ষতির মুখে ফেলে। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ই-ক্যাবের নির্বাহী পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম শোভন, ব্যারিস্টার মাহফুজুর রহমান মিলন, সিটিএফকে-এর বাংলাদেশের প্রোগ্রাম ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিয়া।

ই-ক্যাবের সদস্য হুরায়রা শিশিরের উপস্থাপনায় সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্য উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মোখেলেসুর রহমান, পুষ্টিবিদ ইসরাত জাহানসহ অনেকেই।

এএমসিজিএইচ মিরপুর
ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন কর্মসূচি উদ্বোধন

২৭ নভেম্বর ২০২৩ থেকে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল মিরপুরে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম চালু হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. সুব্রত মিস্ত্রী পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস-এর প্রকোপ, প্রতিকার, ঝুকি, কাদের জন্য এই ভ্যাকসিন প্রয়োজন প্রভৃতি তুলে ধরেন। আরো বক্তব্য রাখেন ডা. ইসলাম উদ্দিন চৌধুরী এবং মেজর জেনারেল অধ্যাপক ডা. মো. আজিজুল ইসলাম। আলোচনা শেষে হাসপাতালের চীফ মেডিকেল অফিসার ডা. সালাহউদ্দিন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নেন। এরপর হাসপাতালের কনসালটেন্ট, ডাক্তার, কর্মকর্তাগন ভ্যাকসিন নেন।

'স্তন ক্যান্সার সচেতনতা' শীর্ষক আলোচনা সভা

অক্টোবরে মাসব্যাপী স্তন ক্যান্সার বিষয়ে সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালে- ক্যাম্পেইন, মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, সেমিনার, আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মাসটি গুরুত্বের সাথে উদযাপন করা হয়। ১৮ অক্টোবর ২০২৩ আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল, মিরপুরের উদ্যোগে সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ৪র্থ তলায় ১ নম্বর গ্যালারীতে স্তন ক্যান্সার শীর্ষক একটি সচেতনতামূলক সেমিনার ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ই-সিগারেট ও ভেপিং নিষিদ্ধ করতে হবে

ই-সিগারেট ও ভেপিং বন্ধের দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাসের সামনে মানববন্ধন

তরুণ প্রজন্মকে নেশায় আসক্ত করতে হিট-নট-বার্ন বা ই-সিগারেট বা ভেপিং নতুন একটি অস্ত্র। যা এ প্রজন্মের জন্য মারাত্মক হুমকি। তামাক কোম্পানী সুকৌশলে এসব পণ্য তরুণদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাই দেশের তরুণ সমাজকে রক্ষায় এখনই ই-সিগারেট বা ভেপিং নিষিদ্ধ করতে হবে বলে দাবি জানিয়েছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর।

২৫ নভেম্বর ২০২৩ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্যসেক্টর কর্তৃক আয়োজিত 'ই-সিগারেট ও ভেপিং নিষিদ্ধ করুন' শীর্ষক এক মানববন্ধনে এ দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্বৃতির বরাত দিয়ে বলেন, ই-সিগারেটসহ সকল ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টকে স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এমনকি, ই-সিগারেটকে তামাক পণ্য ব্যবহারের গেটওয়ে হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদানও বিদ্যমান এই ই-সিগারেটে।

বক্তারা আরো বলেন, তামাক কোম্পানী সবসময়ই বিভিন্ন কূট-কৌশল অবলম্বন করে দেশের জনস্বাস্থ্যকে ক্ষতির মুখে ফেলে। বর্তমানে তারা দেশে ই-সিগারেট আমদানির পায়তারা করছে।

ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক মো. সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল

ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন

ডাম ফাউন্ডেশন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান। ডিএফইডি নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দী ইউনিয়নের শুকুন্দী পরিষদ হলরুমে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মবার্ষিকী-২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৮ অক্টোবর ২০২৩ অর্থোপেডিক ও মেডিসিন বিষয়ক বিনামূল্যে চিকিৎসা ক্যাম্প আয়োজন করে। ফ্রি চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালের বাত-ব্যথা, হাড় জোড়া ও অর্থপেডিক্স বিশেষজ্ঞ সার্জন ডা. যোবায়ের বিন জামান, এমবিবিএস(ঢাকা) বিসিএস(স্বাস্থ্য)।

স্বাস্থ্য ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ও ডিএফইডি'র সেক্রেটারি জেনারেল মো. সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মারুফ দস্তেগীর, ডিএফইডি'র এজিএম (অপারেশন) মো. খাইরুল ইসলাম, ডিএফইডি'র ফোকাল পার্সন সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি'র কো-অর্ডিনেটর (কৃষি) কৃষিবিদ মো. নিয়ামূল কবীর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দী ইউপি চেয়ারম্যান মো. সাদিকুর রহমান শামীম। আরো উপস্থিত ছিলেন ডিএফইডি'র নরসিংদী-০২-এর এরিয়া ম্যানেজার মো. তৌহিদুল ইসলাম, নরসিংদী -০৩-এর এরিয়া ম্যানেজার মো. শরিফুল ইসলাম, নরসিংদী -০৩-এর এরিয়া ম্যানেজার মো. একেএম সফিকুল ইসলাম।

স্পীকারের সাথে আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালকের সৌজন্য সাক্ষাৎ

১৩ নভেম্বর ২৩ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনে স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি'র সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্যসেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

এসময় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত করা হয় এবং পাশাপাশি হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর "আমার জীবন ধারা" এবং পরিচালক ইকবাল মাসুদ লিখিত "আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা ও মানব কল্যাণের আত্মদর্শন", "মাদক নির্ভরশীলতার জানা-অজানা কথা" ও "তামাক ছাড়ুন সুস্থ্য থাকুন" শিরোনামের তিনটি বই প্রদান করেন।

পেয়ার ভলানটিয়ার সমাবেশ অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁওয়ে বিএসিই টেনিং সেন্টার মাঠে সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনালের কারিগরি সহযোগিতায়, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কনসোর্টিয়ামের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এবং গ্লোবাল ফান্ডের অর্থায়নে ২৬ অক্টোবর ২০২৩ এইচআইভি এইডস'র ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীদের বৈষম্য নিরসন ও অধিকার নিশ্চিত করতে পেয়ার ভলানটিয়ার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সেভ দ্য চিলড্রেনের হেলথ ও নিউট্রেশন সেক্টরের পরিচালক ডা. লিমা রহমান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন সেভ দ্য চিলড্রেনের এইচআইভি এইডস প্রোগ্রামের চিফ অব পার্টি ডা. রনওক খান।

ডিএফইডি'র অর্থপেডিক্স, মেডিসিন বিষয়ক ফ্রি স্বাস্থ্যক্যাম্প

নরসিংদীর মনোহরদীতে ফ্রি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করছে একজন উপকারভোগী

২৫ নভেম্বর ২০২৩ ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপেমেন্ট (ডিএফইডি)-এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার হাসাড়া ইউনিয়নে "আউটরিচ স্পটে এবং পরিবারে বয়স্ক লোকদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নাক, কান, গলা, চর্ম, যৌন, এলার্জি, অর্থপেডিক্স ও বাত-ব্যাথা বিষয়ক ফ্রি স্বাস্থ্যক্যাম্প লস্করপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মো. আব্দুর রউফ, এরিয়া ম্যানেজার, মুন্সিগঞ্জ, ডিএফইডি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. নিয়ামুল কবীর, কো-অর্ডিনেটর (কৃষি) ও ফোকাল পার্সন, সমৃদ্ধি ও প্রবীণ প্রকল্প, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। আরো উপস্থিত ছিলেন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ এবং মো. মিজানুর রহমান, সমন্বয়কারী, সমৃদ্ধি ও প্রবীণ প্রকল্প ও প্রকল্পের স্টাফবৃন্দ, উক্ত ইউনিয়নের প্রবীণ কমিটির সভাপতি ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণকারী এলাকার প্রবীণ জনগোষ্ঠী।

উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে ডা. কাজী তানিম মাহমুদ, ডা. তানজিয়া বিনতে জাফর, ডা. যোবায়ের বিন জামান মোট ২৩৬ জনকে ফ্রি চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন।

ক্যান্সার হসপিটালে চালু হলো কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার

গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালে ডায়ালিসিস সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ

লংকাবাংলার কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল-সিএসআর এর খরচে ডায়ালাইসিস সেন্টারটি নির্মাণ করা হয়েছে। চিকিৎসা সুবিধা বাড়াতে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালে ছয় শয্যার আধুনিক ডায়ালাইসিস সেন্টার করে দিয়েছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসি।

গত ২৩ ডিসেম্বর হাসপাতাল প্রাঙ্গনে অত্যাধুনিক ডায়ালাইসিস সেন্টারটি উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাকির হাসান অনুষ্ঠানে বলেন, 'আমাদের হাসপাতাল জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত রোগীরা এই ডায়ালাইসিস সেন্টার থেকে মানসম্মত চিকিৎসা সেবা পাবেন আমি আশা করি।'

লংকাবাংলা ফাইন্যান্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খাজা শাহরিয়ার বলেন, 'বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার উন্নতিতে অবদান রাখতে পেরে লংকাবাংলা ফাইন্যান্স গর্বিত। আমরা বিশ্বাস করি, এই ডায়ালাইসিস সেন্টার উন্নত চিকিৎসা সেবা সহজলভ্য করবে। এর মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার আরো সুদৃঢ় হবে।'

লংকাবাংলার কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল-সিএসআর এর খরচে ডায়ালাইসিস সেন্টারটি নির্মাণ করা হয়।

ভবিষ্যতে এ সেন্টারটির সুবিধা বাড়াতে ও সেবা সম্প্রসারণে সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে বলে জানিয়েছেন লংকাবাংলার অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজিউদ্দিন।

লংকাবাংলা ফাইন্যান্সের হেড অব অপারেশন্স একেএম কামরুজ্জামান, পরিচালক পর্ষদের সচিব মোস্তফা কামাল, আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালের প্ল্যানিং, ডেভলপমেন্ট ও মনিটরিং বিভাগের পরিচালক স্থপতি কাজী শামিমা শারমিন, ক্লিনিক্যাল অনকোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক এএমএম শরীফুল আলম, নেফ্রোলজি বিভাগের কনসালট্যান্ট মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এবং বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং বিভাগের সহকারী পরিচালক এ কে এম শাহরিয়ার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণ

মিশনের ব্যতিক্রমধর্মী প্রচারাভিযান

বাস ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের জন্য প্রচারাভিযান

বাস ব্র্যান্ডিং-এর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভিন্নধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নগর ভবনে বাসটির উদ্বোধন করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ড. ফজলে শামসুল কবির, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, ডেপুটি ডিরেক্টর মোখলেসুর রহমানসহ আরো অনেকে। সাধারণ মানুষদের মাঝে তামাকের ভয়াবহতা তুলে ধরার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন রকম সচেতনতামূলক বার্তাসহ ছয়টি বাস ব্র্যান্ডিং-এর ভিন্নধর্মী উদ্যোগ হাতে নিয়েছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। বাসগুলো রাজধানীর বিভিন্ন রুটে চলাচল করবে। এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. মিজানুর রহমান বলেন, তামাকের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য ক্ষতি বিষয়ে সাধারণ মানুষকে অবহিত করতে হলে প্রচার প্রচারণা আরো বাড়াতে হবে। এমনকি তামাকের বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে নিজ অবস্থান থেকে সচেতন হতে হবে। পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালী করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

ড. ফজলে শামসুল কবির বলেন, বর্তমানে তরুণরা ই-সিগারেটের প্রতি বেশি আসক্ত হয়ে পড়ছে। তাদের এই আসক্তি থেকে বের করে আনতে ই-সিগারেট বাজারজাত বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি তামাক কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালী করতে হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, টোব্যাকো এটলাস ২০১৮-এর তথ্যমতে, তামাক ব্যবহারজনিত রোগে প্রতিবছর বাংলাদেশে ১ লাখ ৬১ হাজার (প্রতিদিন ৪৪২ জন) মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করেন। জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় ও জীবন রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালী করতে হবে এখনই।

মোহাম্মদপুর ফিল্ড অফিসের আয়োজনে প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও সমাপনী পর্বে মো. মনিরুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক, কর্মকর্তাবৃন্দসহ এবং অংশগ্রহনকারীগণ

কাপ-আপ প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজম্যান্ট এন্ড রিসোর্স মোবিলাইজেশন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা ও টিভেট সেক্টরে অধীনে কাপ-আপ প্রকল্পের সিএমসি নির্বাচিত সদস্যদের ২ দিনব্যাপী প্রজেক্ট ম্যানেজম্যান্ট এন্ড রিসোর্স মোবিলাইজেশন বিষয়ক ৩ ব্যাচ প্রশিক্ষণ ২১ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর ২০২৩-এর মধ্যে প্রকল্পের মোহাম্মদপুর, মিরপুর ও সৈয়দপুর ফিল্ড অফিসের বিভিন্ন ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়।

কাপ-আপ প্রকল্পকে আরো বেগবান, মানসম্মত, কেন্দ্রের পরিবেশকে সুন্দর, আকর্ষণীয় এবং শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে স্থানীয় পর্যায়ের কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে বিবেচনায় নিয়ে এই প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণে মোট ১১২জন (নারী-৪১ ও পুরষ-৭১জন) প্রকল্পের কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) নির্বাচিত সদস্য অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্পের মোহাম্মদপুরে ১৩টি, মিরপুরে-২১টি এবং সৈয়দপুর ফিল্ড অফিসে ২২টিসহ মোট-৫৬টি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) ৭ থেকে ৯ সদস্য নিয়ে গঠিত এবং সেখান থেকে ২জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

এই প্রশিক্ষণের সার্বিক আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন প্রকল্পের মোহাম্মদপুর, মিরপুর ও সৈয়দপুর ফিল্ড অফিস।

এই প্রশিক্ষণের আয়োজনে সহয়োগিতা করেন কাজী ইউনুছুর রহমান, ফিল্ড ম্যানেজার-মিরপুর, মো. আবদুল কাইয়ূম-ফিল্ড ম্যানেজার-মোহাম্মদপুর ও মো. আসাদউল্লা, ফিল্ড ম্যানেজার-সৈয়দপুর।

এই প্রশিক্ষণ সূচিপত্রসহ তথ্যপত্র প্রণয়ণ ও প্রশিক্ষণ সেশন ফ্যাসিলিটেশন করেন কাপ-আপ প্রকল্পের প্রধান কেন্দীয় কার্যালয়ের (পিআইইউ) সহায়কবৃন্ধ। সহায়কবৃন্ধের মধ্যে ছিলেন মো. নূরুল ইসলাম, কো-অর্ডিনেটের-ট্রেনিং; শেখ শফিকুর রহমান, কো-অর্ডিনেটের (এমএন্ডই); শাহিন আক্তার, কো-অর্ডিনেটর-বেসিক এডুকেশন; প্রশান্ত ডেভিড সাধূখাঁ, কো-অর্ডিনেটের-সিএইচ এন্ড ডি।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, গঠন প্রনালী ও কাঠামো, সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সিএলসি/ ইউসিএলসির স্থায়িত্বশীলতায় সিএমসি কর্তৃক স্থানীয়ভাবে সম্পদ সংগ্রহের উপায়, কৌশল, ক্ষেত্রসমূহ, সিএলসি পরিচালনার কর্ম পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অ্যাসেট ম্যানেজম্যান্ট, হিসাব সংরক্ষণ, জমা-খরচ বিবরণী, সিএমসির নথি সংরক্ষণ ও ডকুমেন্টেশন সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা কর্মসূচির কাপ-আপ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের এই প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সবশেষে বলা যায়, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএমসি) নির্বাচিত সদস্যরা প্রকল্প পরবর্তী সময়ে শিশু শিখন কেন্দ্রের (সিএলসি) চালিয়ে নেওয়ার পূর্ব প্রস্তুতি ও সিএলসি পরিচালনার কর্মপরিকল্পনা করতে পারবে।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে ‘বিজয়ের উল্লাসে’

বিজয়ের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে কমলাপুরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অধিকার প্রকল্পের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে বাংলাদেশ স্কাউটস ও রেলওয়ে আঞ্চলিক ট্রেনিং সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় ‘বিজয়ের উল্লাসে’। বিজয় দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, গান, ৭-ই মার্চের ভাষণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে মুখরিত হয় এই শিশুরা।

আয়োজনকে আরো প্রাণবন্ত করতে, সকলের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মফিজুর রহমান বাদল।

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীতে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২৩ পালন

‘পরিবর্তনশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজগঠনে সাক্ষরতার প্রসার’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী, জলাপাড়া, পঞ্চগড়ে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২৩।

দিনের শুরুতে শিশুরা নিজেরাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে স্কুল ড্রেস পরিধান করে আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর শিশু ও কর্মী মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের একটি র‍্যালি শিশু নগরী হতে আশপাশের এলাকা পদক্ষিণ করে শিশু নগরীতে এসে শেষ হয়। সাক্ষরতা দিবসের র‍্যালী শেষে কর্মসূচি অনুযায়ী শিশুদের মধ্যে অংকন, বাংলা বানান ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিসিসির মধ্যে এমওইউ স্বাক্ষরিত

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১০ অক্টোবর ২০২৩ রাজধানীতে বিসিসি ভবনে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়। আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ মো. মুস্তাফিজুর রহমান ও বিসিসির পরিচালক (গবেষণা, উদ্ভাবন ও উন্নয়ন) এ কেম এম শাহনেওয়াজ চৌধুরী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এমওইউতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী ও বিসিসির নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার উপস্থিত ছিলেন। এই চুক্তির ফলে উভয় প্রতিষ্ঠান গবেষণা, উদ্ভাবনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য আদান প্রদান করবে। অন্যান্যদের মধ্যে আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিসির পরিচালক সারওয়ার মোর্শেদ, সেন্টার অব এক্সিলেন্সের পরিচালক এমতিয়াজ আহমেদ চৌধুরী, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান মো. শাহরিয়ার মাহবুব ও বিসিসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষা প্রোফাইলে অন্তর্ভুক্ত হল 'আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যলয়'

অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষা প্রোফাইলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যলয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রবেশাধিকারসহ গবেষণা ও শিক্ষা আদান-প্রদান সহজ হবে। এতে আন্তর্জাতিক শিক্ষা মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থার উন্নয়ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরা বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রাপ্ত প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে, সম্প্রতি নতুন ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষা প্রোফাইলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর আগেও অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে বাংলাদেশের ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষা প্রোফাইলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

আউস্ট-এ স্প্রিং সেমিস্টারে শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

২৬ অক্টোবর ২০২৩ এম. এইচ. খান অডিটোরিয়াম আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্প্রিং-২০২৩ সেমিস্টারে সদ্য ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও ওরিয়েন্টেশনের জন্য দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রিজ পার্ক হোল্ডিংস লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও পরিচালক বদরুল হাসান খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আউস্ট-এর প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান এবং কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফজলি ইলাহী। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক শৃঙ্খলা এবং অতিরিক্ত সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম তুলে ধরা হয়।

মিশনের শিক্ষা সেক্টরের আন্তর্জাতিক শিশু সপ্তাহ উদযাপন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) দীর্ঘদিন ধরে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা, অধিকার ও সুরক্ষা, পরিবার, সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ ও বেড়ে ওঠার উপযোগী পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৫ অক্টোবর ২০২৩ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের রংধনু ইউসিএলসি ও ইস্ট আলোকন প্রকল্পের উদ্যোগে বিশ্ব শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'শিশুর জন্য বিনিয়োগ করি, ভবিষ্যৎ বিশ্ব গড়ি'। বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সিএমসি সভাপতি মো. মনিরুল হুদা বাবন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষানবীশ আইনজীবী আফরোজা সুলতানা বলেন, 'প্রতিটি শিশুর এ পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার রয়েছে। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রয়োজনীয়। শিক্ষার্থীদের মনোভাব প্রকাশ, চিন্তা শক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে এ উদ্যোগ সত্যি অপরিহার্য। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়া ও পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য এগিয়ে আসার জন্য সবাইকে আহবান জানাই। সুন্দর ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়তে এটি খুব প্রয়োজন।

রংধনু ইউসিএলসির টেকনিক্যাল অফিসার বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে চাঁদ উদ্যান, মোহাম্মদপুর এলাকায় কাজ করছি। আমি মনে করি এই শিশুদের সুন্দর একটি ভবিষ্যতের জন্য যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী সকলেরই এগিয়ে আসা। চাইনা কোনো শিশুই অবহেলিত ও বঞ্চিত হয়ে বেড়ে ওঠুক। প্রত্যেক শিশু তাদের অধিকারপ্রাপ্ত হোক এবং সমাজ তথা রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হোক।

এরপর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, মিশন প্রতিষ্ঠাতা এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কার্যক্রম নিয়ে আলোকপাত করা হয়। শিক্ষার্থীরা একক ও দলীয় কবিতা আবৃত্তি ও দলীয় গান পরিবেশন করেন এবং উৎসাহমূলক পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এছাড়া অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন সিএমসি সদস্য, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে সঞ্চালনায় ছিলেন টেকনিক্যাল অফিসার হাসিনা বেগম। অনুষ্ঠানটিতে মহিলা ৬৯ জন এবং পুরুষ ৪৭ জনসহ মোট ১১৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণগ্রহণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণ

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, টিভিইটি সেক্টর

প্রান্তিক ও অবহেলিত জনগোষ্ঠী, বেকার তথা কর্মহীন মানুষকে দক্ষতাসম্পন্ন করেত তুলতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের টেকনিক্যাল এন্ড ভকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং (টিভিইটি) কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্যও এ কাজ অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে মায়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কাজ করছে। কক্সবাজারে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং স্টিচিং কর্ডএইড-এর যৌথ উদ্যোগে যুগোপযোগী চাহিদামাফিক বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ৫টি ক্যাম্পে ৬টি সেন্টারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সহয়তা করে আসছে। এতে করে বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্র/ক্যাম্পে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের আত্ম-কর্মস্থানসহ বিভিন্নভাবে জীবনমান উন্নয়ন হচ্ছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী ৪ (চার)টি কোর্স: উড এন্ড ব্যাম্বো কার্পেন্ট্রি, সোলার প্যানেল ইন্সটলেশন এন্ড রিপেয়ার, গ্যাস স্টোভ রিপেয়ার এন্ড মেইন্টেন্যান্স এবং প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং ট্রেডে ১০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

এদিকে PKSF-SEIP (Tranche-3) প্রকল্পের আবাসিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ভেকুটিয়া, যশোরে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৩টি ট্রেডে ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এবং ফ্যাশন গার্মেন্টস মোট ২৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। ২৫০ জন গ্রাজুয়েটের মধ্যে ১৮৩ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বাকীদের কর্মসংস্থানের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় দক্ষতাউন্নয়ন কার্যক্রম

আবার বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সার্টিফিকেট প্রদানের নিমিত্তে (RPL) কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত সাতটি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউগুলোতে সমাজে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ জনগোষ্ঠীকে রিকগনিশান অব প্রায়র লার্নিং (RPL) প্রক্রিয়ায় তিন দিনব্যাপী অরিয়েন্টেশন এবং এসেসমেন্টের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী কম্পিটেন্টদেরকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডে/এন এস ডি-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিকমানের সনদপত্র প্রদান করা হয়। ফলে বাংলাদেশের দক্ষ জনসম্পদ দেশে এবং বিদেশে স্বীকৃত সার্টিফিকেটের মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদায় চাকরি পেতে সক্ষম হবে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ১ ডিসেম্বর, ২০২৩ ভিটিআই পল্লবীতে NTVQF Assessor &Trainer Part Level -4-এর ২১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করানো হয়।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে পরিচালিত কার্যক্রম

উল্লেখ্য, 'ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ৭টি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৪টি অকুপেশনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ঢাকায় ৪টি, গাজীপুরে ২টি এবং যশোরে ১টি আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত স্বল্প শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের আর এম জি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আইটি ও ইনফরমাল সেক্টরে বিভিন্ন অকুপেশনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীদের বিভিন্ন কলকারখানা ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চাকরি পেতে ও আত্ম-কর্মসংস্থানে সহায়তা করা হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্ট্র্যাটেজি প্ল্যান ২০১৫-২০২৫ অনুযায়ী টিভিইটি কার্যক্রম মূলত নগর ও পল্লী এলাকার জন্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণকে মুখ্য হিসেবে বিবেচনায় রেখেছে।

ঢাকা শহরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ৩টি ট্রেনিং সেন্টারে ইতোমধ্যে ১৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে তাদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। ১৮০ জন গ্রাজুয়েটের মধ্যে ১৪৭ জনের চাকরি প্রদান করা হয়েছে এবং বাকীদের চাকরি দেয়ার জন্য চেষ্টা চলছে।

নতুন প্রকল্পের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর

রাজধানীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও উইনরক ইন্টারন্যাশনাল-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ

মানবপাচার ও অন্যান্য সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের উদ্ধারের মধ্য দিয়ে উন্নত জীবনযাপনের লক্ষ্যে সফলভাবে সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও আন্তর্জাতিক সংস্থা উইনরক ইন্টারন্যাশনাল-এর মধ্যে গত ২৬ নভেম্বর ২০২৩ নতুন একটি প্রকল্পের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। Embassy of Switzerland in Bangladesh-এর অর্থায়নে "Ashshash Phase II: For Men and Women Who Have Escaped Trafficking" শীর্ষক ৪ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক মো. সাজেদুল কাইয়ূম দুলাল ও অধিকার ও সুশাসন সেক্টরের টীম লিডার শেখ মহব্বত হোসেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ বিশেষ করে নারী, কিশোরী ও শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি, পাচারের শিকার নারী, কিশোরী ও শিশুদের আশ্রয়, কাউন্সেলিং, চিকিৎসা, আইনগত সহায়তা, জীবন দক্ষতা, অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ও জীবিকার সুযোগ করে দেওয়া ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের পাচারের ঝুঁকি থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি মানুষ হিসেবে মর্যাদার সাথে তাদেরকে পরিবারে ও কমিউনিটিতে টেকসই পুনর্বাসন ও পুনঃএকত্রিকরণের ব্যবস্থা করা হবে। Ashshash Phase II প্রকল্পটি ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর, কোটচাঁদপুর ও কালিগঞ্জ উপজেলায় বাস্তবায়িত হবে।

Ashshash Phase II প্রকল্পটির চুক্তি স্বাক্ষরের আগে উইনরক ইন্টারন্যাশনাল এর Associate Vice President Nina Etyemezian ও উইনরক বাংলাদেশ-এর Country Representative-সহ অন্যান্য অফিসিয়ালস ডামের যশোরস্থ ঠিকানা সেল্টার হোম পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালীন সময়ে ঠিকানা হোমের সভা কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেখ মহব্বত হোসেন - টীম লিডার, অধিকার ও সুশাসন সেক্টর, ঠিকানা হোমের ব্যাক গ্রাউন্ড, প্রতিষ্ঠাকালসহ হোমের সার্বিক কার্যক্রম বর্ননা করেন। এ সময় Nina Etyemezian -কে সারভাইভার রেসকিউ, শেল্টার সার্ভিস, চিকিৎসা, লিগ্যাল সার্ভিস ইত্যাদি প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশদভাবে উপস্থাপন করা হয়। ভিজিটিং টীম ঠিকানা হোম ঘুরে দেখেন এবং পাচার ও বাল্য বিবাহের শিকার সারভাইভারদের সাথে কথা বলেন। এরপর উইনরক ইন্টারন্যাশনাল এর ৪টি পার্টনার সংস্থার সাথে এক মতবিনিময় সভা ও মধ্যহ্ন ভোজের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- রাইটস যশোর এর নির্বাহী পরিচালকসহ ২জন, অগ্রগতি সংস্থার নির্বাহী পরিচালকসহ ২জন, কারিতাস বাংলাদেশ-এর পরিচালকসহ ২জন।

পটুয়াখালীতে নলেজ শেয়ারিং ওয়ার্কশপ

নলেজ শেয়ারিং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী অতিথিবৃন্দ

দেশের ভোজ্য তেলের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) পটুয়াখালী জেলার সদর, মির্জাগঞ্জ, কলাপাড়া ও বাকেরগঞ্জ উপজেলায় Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) Project-এর মাধ্যমে 'লবণাক্ত জমিতে উচ্চ মূল্যমানের ফসল চাষের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের উদ্যোগে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ ডিডি অফিস হলরুম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, পটুয়াখালীতে 'নলেজ শেয়ারিং ওয়ার্কশপ' আয়োজন করে।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, পটুয়াখালী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড. মো. শহিদুল ইসলাম খান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পটুয়াখালী, কৃষিবিদ মো. আসাদুজ্জামান, উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, পটুয়াখালী, কৃষিবিদ প্রহলাদ চন্দ্র সাহা, সিনিয়র কৃষি বিপনন কর্মকর্তা, পটুয়াখালী, কৃষিবিদ মো. মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী, স্বপন ব্যানার্জী, সভাপতি, প্রেসক্লাব, পটুয়াখালী। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কাজী জসিম উদ্দিন, জোনাল ম্যানেজার, বরিশাল জোন, ডিএফইডি।

ডিএফইডি'র কো-অর্ডিনেটর কৃষিবিদ মো. নিয়ামুল কবীর জানান, প্রকল্পের মাধ্যমে ৯০০জন চাষীকে দিয়ে ৩২৬.৮৫ একর জমিতে ভোজ্য তেলের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে সূর্যমুখী চাষ করানো হয়, ১০০ জন চাষীকে দিয়ে অমৌসুমে তরমুজ চাষ, ১০০ জন চাষীকে দিয়ে গ্রীষ্মকালীন পিয়াজ চাষ ও ১২৫জন চাষীকে দিয়ে সর্জান পদ্ধতিতে সবজি চাষ করানো হয়। এছাড়া এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, মাঠ দিবস আয়োজন, অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজন করা হয়।

শিশুনগরীতে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৩ পালন

শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজয়ীর হাতে পুরস্কার দেয়া হচ্ছে

'শিশুর জন্য বিনিয়োগ করি, ভবিষ্যতের বিশ্ব গড়ি' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পালিত হলো এবারের বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৩। প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে এই দিনটি পালন করা হয়। এ বছর গত ২ থেকে ৮ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ৭ দিনব্যাপী বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, পঞ্চগড় সরকারি শিশু পরিবার, পঞ্চগড় সরকারি গার্লস স্কুল ও আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীসহ পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে পালিত হয় বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৩। এ উপলক্ষ্যে পঞ্চগড়স্থ বাংলাদেশ শিশু একাডেমির উদ্যোগে ছবি আঁকা, ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ, র‍্যালি, সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণীর আয়োজন করে। উদযাপনে আয়োজিত কার্যক্রম ও উক্ত প্রতিযোগিতায় আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরীর বিজয়ীদের নামের তালিকা নিম্নরুপ–

তারিখ	ইভেন্টের নাম	স্থান	বিজয়ীর নাম	শ্রেণি
২ অক্টোবর ২০২৩	চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা	১ম	হৃদয় সাকিব	৭ম
		২য়	সাব্বির হোসেন	৯ম
		৩য়	সাওন ইসলাম	৪র্থ
	ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা	১ম	সাব্বির হোসেন	৯ম
		৩য়	আরিফুল ইসলাম	৬ষ্ঠ

আলোচনা ও পরুস্কার বিতরণী: বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৩ উপলক্ষ্যে ৮ই অক্টোবর পঞ্চগড় সরকারি অডিরোরিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মো. আক্তারুজ্জামান (জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি) শিশুর নিরাপত্তা ও শিশু অধিকারের বিষয়গুলো তুলে বক্তব্য প্রদান করেন এবং মো. তৌহিদুল বারী (অধ্যাপক পঞ্চগড় সরকারি মহিলা কলেজ) সমাপনী বক্তব্যে শিশু সুরক্ষা, শিশু অধিকার, শিশু বিনোদন, শিশু বিষয়ক সংলাপ, অভিভাবকদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করে আলোচনার সমাপনী ঘোষণা করেন।

শিশু নগরীতে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী পালন

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও পঞ্চগড়স্থ আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরীর শিশু ও কর্মীরা যথাযোগ্য মর্যাদা, আনন্দ-উৎসাহ ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করে।

এ উপলক্ষ্যে ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫ হিজরি মোতাবেক ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ শিশুরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় টুপি পড়ে মিলাদ শরীফ পড়ার মাধ্যমে দিনটিকে স্বাগত জানানো হয়। শিশুনগরীর নৈতিক শিক্ষকের ইমামতিতে মাগরিবের নামাজের পর তাঁর নেতৃত্বে শিশু নগরীর সকল শিশু মিলাদে অংশ গ্রহণ করে। মিলাদ শেষে মহানবী(স)-এর জন্ম ও তাঁর জীবনী নিয়ে শিশু ও উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনা করা হয়।

পঞ্চগড়ে আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরীতে শারদীয় দূর্গা পূজা উদযাপন

শারদীয় দূর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হলো শিশু নগরীতে

পঞ্চগড় জেলার হাফিজাবাদ ইউনিয়নের জলাপাড়া গ্রামে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী। এখানে প্রায় ১২ বছর যাবৎ এ দেশের অবহেলিত, নির্যাতিত ও সুবিধাবঞ্চিত পথ শিশুদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য নিরাপদ বাসস্থান, শিক্ষা, খেলাধুলা ও প্রতিভা বিকাশের জন্য কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় শারদীয় দূর্গা পূজা উদযাপন করা হয়।

শিশু নগরীর অভ্যন্তরে সনাতন ধর্মালম্বী ৮ জন শিশু ও ২ জন কর্মী রয়েছে। সনাতন ধর্মালম্বীর বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দূর্গা পূজা। সনাতন ধর্মালম্বীর শিশুরা অষ্টমী পূজায় ২২ অক্টোবর ২০২৩ বিভিন্ন মন্দির প্রদর্শন এবং পুষ্পাঞ্জলী দিতে যায় সাথে শিশু নগরীর কর্মী বাবুল চন্দ্র রায়ের এবং রানী সরেনের সাথে। তারা পঞ্চগড় সদরসহ দেবীগঞ্জ, বোদা এলাকায় মন্দির দর্শন করে আসে। এরপর নবমীতে ২৩ অক্টোবর ২০২৩ তারা পঞ্চগড় সদরের মন্দির দর্শন করে আসে। এরপর বিজয়া দশমীতে ২৪ অক্টোবর ২০২৩ কর্মী রানী সরেনের মাধ্যমে সন্ধ্যা বেলাতেই পুষ্পাঞ্জলী দেয়। এরপর প্রসাদ গ্রহণের পর শিশু নগরীতে ফিরে আসে।

৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত মিশনের সদস্যবৃন্দ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ধানমন্ডিস্থ মিশনের প্রধান কার্যালয়ের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এবার সাধারণ সভায় স্বশরীরে ও ভার্চুয়্যাল প্লাটফর্মে আমন্ত্রিত সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

সাধারণ সভায় ২০২২ সালের ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ, সাধারণ সম্পাদকের ২০২২-২০২৩ বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন, ২০২২-২০২৩ বার্ষিক অডিট রিপোর্ট উপস্থাপন, ২০২৩-২৪ সালের মিশনের বাজেট পেশ ও মিশনের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অডিট কার্য সম্পাদনের জন্য অডিট ফার্ম নির্বাচন করা হয়।

এরপর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে সভাপতির লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়।

বিবিধ আলোচনা ও মিশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের ৯ সদস্য পদের নির্বাচন ও নির্বাচিত সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

সাধারণ সম্পাদক বার্ষিক উপস্থাপনার সময় বলেন, মিশন জুলাই-২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে ৩৬টি শিক্ষা ও সামাজিক ইনস্টিটিউট কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং মাঠ পর্যায়ে ৮টি বিভাগের ৪৯টি জেলার ২১০টি উপজেলার ৮১৭টি ইউনিয়নের ২৮০টি ফিল্ড অফিস এবং ৪৪৯৩ জন কর্মকর্তা-কর্মীর মাধ্যমে ৭২টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকে।

তিনি আরও জানান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থানগত পরিবর্তনে জনকল্যাণমুখী উন্নয়ন কর্মসূচি মূলত ৮ ভাগে বিভক্ত। যথা– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, টিভিইটি, ওয়াশ, কৃষি সম্প্রসারণ, অধিকার ও সুশাষন এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

তিনি আরো জানান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তৃণমূল পর্যায়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে নারীদের পশ্চাৎপদতার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে কর্মকাণ্ড চলমান রয়েছে।

তিনি জানান, ২০২২-২৩ এ শিক্ষাক্ষেত্রে উপকারভোগীর সংখ্যা ৭৭,১৪৩ জন, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উপকারভোগীর সংখ্যা ১৩,৪৬,৩১৭ জন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে ৬,৬৬,৮৫৪ জনসহ মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ২১,১৪,২৪২ জন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ২০২৩-২০২৫ সনের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচিত ৯ জন সদস্য

ক্র নং	সদস্য নং	নাম
১)	১৯	আলহাজ্জ কাজী রফিকুল আলম
২)	২৭	আলহাজ্জ প্রফেসর ড. আবু তৈয়ব আবু আহমদ
৩)	৬৯	ইঞ্জিনিয়ার এ. এফ. এম গোলাম শরফুদ্দিন
৪)	৩৫৬	ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
৫)	৩০৬	জনাব মোঃ সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল
৬)	৩৪৭	আলহাজ্জ ডাঃ এম. এ. জলিল
৭)	৩২৫	আলহাজ্জ মোঃ রফিকুল ইসলাম (বাচ্চু)
৮)	৩৭৮	শেখ আনিসুর রহমান
৯)	৩৮৬	জনাব এনাম মল্লিক

অডিট রিপোর্ট উপস্থাপনকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ট্রেজারারের পক্ষে অর্থ ও হিসাব বিভাগের যুগ্ম পরিচালক নিলুফার ইয়াসমীন বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জন্য ২০২২-২৩ অর্থ বছর হচ্ছে ১০ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ৮ম বছর।

কৌশলগত পরিকল্পনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অটোমেশনকে বিবেচনায় নিয়ে অর্থ বছর ২০২২-২৩-এর বাজেট প্রণয়নের পূর্বে কেন্দ্রীয় অর্থ ও হিসাব বিভাগ এবং আহ্ছানিয়া ই সলিউশন কর্তৃক সম্মিলিতভাবে বাজেট কম্পাইলেশন সফ্টওয়ার প্রস্তুত করা হয়।

এই বছর বাজেট কম্পাইলেশন সফ্টওয়ারের মাধ্যমে কম্পাউন্ড বাজেট ভেরিয়েন্স রিপোর্ট প্রাপ্তির লক্ষ্যে নতুন ফরমাট সংযোজন করা হয়েছে। যেখানে সংশ্লিষ্ট বিভাগ, ইউনিট, প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের হিসাব কর্মকর্তাগণ মাসিকভিত্তিতে আয়-ব্যয়ের ডাটা এন্ট্রি দেবেন।

সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম বলেন, আমি কখনোই মনে করিনা যে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আমরা থাকবোনা, নতুনরা আসবে, তারা থাকবেনা, আবার অন্যেরা আসবে। এভাবেই চলতে থাকবে। আজ আপনারা অধিকাংশই এখানে আছেন। প্রতিবছর আমরা একবার করে হলেও এই বার্ষিক সাধারণ সভার অছিলায় একত্রিত হতে পারি। এই একটা বড় প্ল্যাটফর্ম। আপনাদেরকে জানানো এবং আপনাদের কাছ থেকে জানা।

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) আমাদের পথ দেখিয়ে গেছেন। আমাদের নির্দেশনা রয়েছে, আমাদের গাইডলাইন দিয়ে গেছেন তিনি। আমাদের শুধু সেই অনুযায়ী কাজ করে যাওয়ার কথা।

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বলন

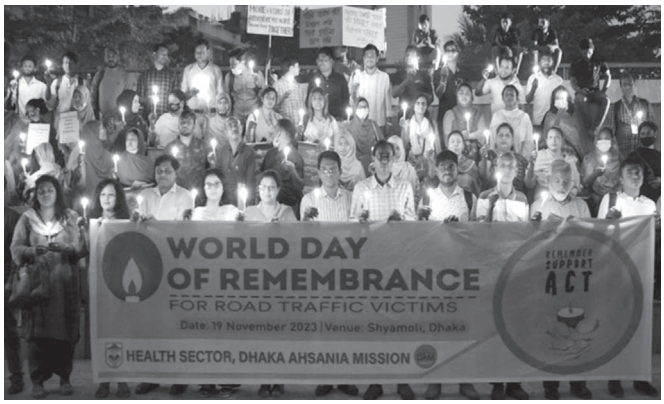

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে রাজধানীর শ্যামলীতে মোমবাতি প্রজ্বলন

'ওয়ার্ল্ড ডে অব রিমেম্বারেন্স ফর রোড ট্রাফিক ভিক্টিমস্' দিবস উপলক্ষ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বলন ও পদযাত্রা করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর। ১৮ নভেম্বর, ২০২৩ সন্ধ্যায় রাজধানীর শ্যামলীতে আশা টাওয়ারের সামনে প্রধান সড়কে মোমবাতি প্রজ্বলন করে। পরে পদযাত্রার মাধ্যমে শ্যামলী পার্ক মাঠে গিয়ে এই কার্যক্রমের সমাপ্ত হয়।

মোমবাতি প্রজ্বলন ও পদযাত্রা কর্মসূচিতে আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের কর্মকর্তাগণ, রোড সেইফটি কোয়ালিশন বাংলাদেশের সদস্য সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশ নেন। এবং একটি সড়ক নিরাপত্তা আইনের দাবি জানন।

উল্লেখ্য, সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ মূলত মোটরযান আইন। যেখানে মোটরযানের ফিটনেস, লাইসেন্স, রুট পারমিট ও আইন ভঙ্গের জরিমানাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এই আইনে সড়ক ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার বিষয়টি অনুপস্থিত। অন্যদিকে এই আইন প্রয়োগ করেও পাওয়া যাচ্ছেনা আশানুরূপ ফল। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন, এসডিজি লক্ষ্য অর্জন এবং গ্লোবাল ডিকেড অফ এ্যাকশন ফর রোডক্র্যাশ অর্জনে প্রয়োজন একটি আলাদা সড়ক নিরাপত্তা আইন। যে আইনটি জাতিসংঘ ঘোষিত সেইফ সিস্টেম এপ্রোচ এর আলোকে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। তাই আজকের এই কর্মসূচির মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের রোডক্র্যাশ ও আহত-নিহতের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনতে একটি কার্যকর 'সড়ক নিরাপত্তা আইন'-এর দাবি জানান ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

ডিএফইডি'র ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

ডিএফইডি'র ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৩ অনুষ্ঠিত

৪ নভেম্বর ২০২৩ ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)'র ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা(এজিএম) অনুষ্ঠিত হয় ডিএফইডি'র সভাকক্ষে।

উক্ত সভায় বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩, অডিট রিপোর্ট ২০২২-২৩ পর্যালোচনা এবং বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট ২০২৩-২৪ উপস্থাপন করেন ডিএফইডি'র সিইও মো. আসাদুজ্জামান। এছাড়াও সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট এবং ডিএফইডির প্রধান উপদেষ্টা কাজী রফিকুল আলম, ডিএফইডির চেয়ারপার্সন প্রফেসর ড. আবু তৈয়ব আবু আহমদ, ডিএফইডি'র ভাইস চেয়ারপার্সন প্রফেসর ড. কাজী শরীফুল আলম, ডিএফইডি'র সেক্রেটারী জেনারেল মো. সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল, ডিএফইডির ট্রেজারার ইঞ্জি. এএফএম গোলাম শরফুদ্দিনসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। সভাটি সঞ্চালনায় ছিলেন ডিএফইডি'র সেক্রেটারী জেনারেল মো. সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল।

লিটেল ডাকলিংকস ডেকেয়ার সেন্টারের উদ্যোগে পালিত হলো মহান বিজয় দিবস। দিবসটি উপলক্ষ্যে ডে-কেয়ার সেন্টারের ধানমন্ডিস্থ প্রধান কার্যালয়ে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। বিশেষ করে শিশুদের অংশগ্রহণে ভিন্ন ভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে দেশের মহান বিজয়কে সম্মান জানিয়ে অতিবাহিত হয় দিনটি। শুধু শিশুরাই নয় ডে-কেয়ার সেন্টারের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ দিনটি পালনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন এসব আয়োজনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

‘হ্যাপী হার্টস’ একটি নতুন যাত্রা

১ ডিসেম্বর ২০২৩ রাজধানীর বসুন্ধরায় অবস্থিত গ্রামীণফোন প্রধান কার্যালয়ের ডেকেয়ার সেন্টার ‘হ্যাপী হার্টস’-এ সেবা প্রদানের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত লিটেল ডাকলিংকস ডেকেয়ার সেন্টার ও উক্ত প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক কাজী আলী রেজা।

জিপি ভবনের ডেকেয়ার সেন্টারের নাম ‘হ্যাপী হার্টস’। গ্রামীণফোন প্রধান কার্যালয়ে প্রথম তলায় ৬৮০০ স্কয়ার ফিট আয়তনের ‘হ্যাপী হার্টস’ একটি বিশ্বমানের ডেকেয়ার সেন্টার। ডেকেয়ার সেন্টারটি সম্পূর্ণ শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত। ১জন সেন্টার ম্যানেজার, ৬জন শিক্ষক, ৮ জন কেয়ারগিভারসহ সর্বমোট ১৫জন স্টাফ দ্বারা সেন্টারটি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে সেন্টারে ৪২জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে, যাদের বয়স যথাক্রমে ৬মাস থেকে ৮ বছর। ‘হ্যাপী হার্টস’ -এ বিশেষ শিশুদের জন্য সেবা প্রদান, অতিরিক্ত সেবা হিসেবে শিশু/অভিভাবকদের কাউন্সিলিং, শিশুদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও হোম ওয়ার্কসে সাপোর্ট প্রদান করে যাচ্ছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত লিটল ডাকলিংস ডেকেয়ার সেন্টার।

২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ডাকলিংকস ডেকেয়ার (সম্পূর্ণ শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিকমানের ডেকেয়ার সেন্টার) ধানমন্ডিতে তাদের প্রধান কার্যালয়ে ডেকেয়ার সেবা প্রদানের পাশাপাশি বর্তমানে হামিমগ্রুপ, এ্যাপেক্স ফুট ওয়ার, বাংলাদেশ লিজিং এন্ড ফিনান্স এবং আইসিডিডিআরবিতে ডেকেয়ার সেবা প্রদান করে আসছে।

নলতা কেন্দ্রিয় মিশন পবিত্র ফতেহা ইয়াজ দহম্ পালিত

নলতা কেন্দ্রিয় আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে পবিত্র ফতেহা ইয়াজ দহম উপলক্ষ্যে ২৬ অক্টোবর ২০২৩ রাতে নলতা শরীফ শাহী জামে মসজিদে মিলাদ-মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাদ এশা থেকে রাত্র ১২ টা পর্যন্ত সময়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাক রওজা শরীফের খাদেম আলহাজ্জ মো. আব্দুর রাজ্জাক। কেন্দ্রিয় মিশনের সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মো. সাইদুর রহমানের সঞ্চালনায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মৌ. খান জাহান আলী। হামদ, নাতে রসূল ও মুর্শিদী পেশ করেন ফিরোজ আলম, রবিউল ইসলাম, কামরুল ইসলাম ও আনিছুর রহমান। বড় পীর শেখ মহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী (র.)-এঁর জীবনদর্শন নিয়ে বক্তৃতা করেন মাও. শরফুদ্দিন মাশুকী (নোয়াখালী), আলহাজ্জ হযরত মাও. মুফতি আবু সাঈদ জিহাদীসহ আরো অনেকে।

শোক সংবাদ

গত অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ এই সময়ে মধ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিবারের সাথে বিভিন্ন সময় যুক্ত ২জন ব্যক্তি পরলোক গমন করছেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার পক্ষ থেকে তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হচ্ছে ও তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হচ্ছে।

ডা. আব্দুল মালিক

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পেট্রন সদস্য জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) ডা. আব্দুল মালিক ৫ ডিসেম্বর ২০২৩ বার্ধক্যজনিত কারণে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি .... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী আশরাফুন্নেসা খাতুন, দুই ছেলে এক মেয়ে ও অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

ডা. আব্দুল মালিক

মো. কামরুল হাসান

ডিএফইডির প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ড্রাইভার মো. কামরুল হাসান ৫ অক্টোবর ২০২৩ রোজ বৃহস্পতিবার আনুমানিক রাত ১২.৪৫ মিনিটে ফুসফুসে সংক্রমণজনিত কারণে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি .. রাজিউন)। মৃত্যকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৩ বছর। মৃত্যকালে তিনি স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক পুত্র রেখে গেছেন।

মো. কামরুল হাসান

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটাল

মিরপুর, ঢাকা।

(ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

প্লট নং-এম-১/বি এবং এম-১/সি, সেকশন-১৪, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সড়ক, মিরপুর, ঢাকা-১২০৬।

ফোন: ৪৮০৪০১২৮, ৫৮০৫৫৯৬২, ৫৮০৫৩০৯১, ০১৭৩২-১৪৮৯১৯, ০১৭৬২-০২৯৫২৬

E-mail: amcgh.mirpur@gmail.com, Website: http://www.ahsaniacancer.org

আমরা আপনার স্বাস্থ্যসেবায় ২৪ ঘন্টা নিয়োজিত

- গরীব রোগীদের জন্য বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ
- ২৪ ঘণ্টা জরুরি বিভাগ এবং মিনি অপারেশন থিয়েটারে অপারেশনের ব্যবস্থা
- জরুরি বিভাগে প্রয়োজনে অনকল বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণের ব্যবস্থা
- হাসপাতালের ওয়ার্ড, কেবিন ও পি.সি.ইউ-তে ২৪ ঘণ্টা রোগী ভর্তির ব্যবস্থা
- অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে আই.সি.ইউ-তে সেবা গ্রহনের ব্যবস্থা
- অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অনকোলজিস্টের পরামর্শ ও চিকিৎসায় ক্যান্সার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা
- প্রায় সার্বক্ষণিক কার্ডিওলজী, মেডিসিন ও সার্জারী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ
- স্ত্রীরোগ বিভাগে গাইনী অপারেশন এবং ডেলিভারী ও সিজারের ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানের কেমোথেরাপী ডে-কেয়ার সেন্টার
- ২টি আধুনিক অপারেশন থিয়েটারে, জেনারেল সার্জারী, অনকোসার্জারী, অর্থোপেডিক,
- ই.এন.টি ইত্যাদি বিষয়ের সার্বক্ষণিক অপারেশনের ব্যবস্থা
- স্বল্পমূল্যে ইকোকার্ডিওগ্রাফীসহ ফুল-বডি চেকআপের ব্যবস্থা

মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালে আপনাকে স্বাগতম

শিক্ষানগরী রাজশাহীতে প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

আহ্ছানিয়া মিশন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

AHSANIA MISSION UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ইউজিসি অনুমোদিত, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

টিউশন ফির ৭৫% ছাড়ে

ভর্তি চলছে

প্রোগ্রামের নাম:

- **B.Sc. in Civil Engg.**
- **B.Sc. in CSE**
- **B.Sc. in EEE**
- **BA in English**
- **BBA**
- **EMBA**

"A Sister Concern of Ahsanullah University of Science & Technology, Dhaka"

৫৪/১-২, মির্জাপুর, বিনোদপুর বাজার, মতিহার, রাজশাহী-৬২০৬
www.amust.ac.bd, email: amust.dam@gmail.com
মোবাইল: ০১৬০১৭৮৪৩২৩, ০১৬১৬৬৬১৮৭১

আহ্ছানউল্লা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি

AHSANULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLY

(Sponsored by the Dhaka Ahsania Mission and approved by the Government of the People's Republic of Bangladesh)

Ahsanullah University of Science and Technology is engaged in developing human resources in the fields of science, engineering, technology and business to meet the ever-changing needs of the society in the perspective of the highly complex and globalized world. The curricula of the university are designed to produce quality graduates imbued with the spirit of ethical values and equipped with knowledge and skills appropriate to their professional fields. AUST was founded by the Dhaka Ahsania Mission, a non-profit voluntary organization established in 1958 by Khan Bahadur Ahsanullah, an outstanding educationist and social reformer of the subcontinent.

Offered programs : B.Sc.in Civil Engg,B.Sc in Computer Science and Engg, B.Sc in Electrical and Electronic Engg, B.Sc in Textile Engg,B.Sc in Mechanical Engg, B.Sc in Industrial and Production Engg, B. Arch, B.B.A, M.Sc in Civil Engg, M.Sc in Electrical and Electronic Engg,M. Arch,M.Sc in Mathematics, EMBA and M.B.A

Details our website : www.aust.edu

10617

মিশন বার্তার নতুন পথচলায় আমাদের
শুভকামনা

দেশের অন্যতম প্রধান বেসরকারি
এই হাসপাতালে দেশবরেণ্য বিশেষজ্ঞ
চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে কম খরচে
ক্যান্সারসহ সব ধরনের রোগের
আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবার
নিশ্চয়তা

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান

প্লট-০৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০

+৮৮০২- ৫৫০৯২১৯৬-৭ ০১৮৪৭ ৩৫৯২০১ www.amcghbd.org info@amcghbd.org /ahsaniacancer

অগ্রযাত্রার ১৫ তম বর্ষে আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীর
প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

আমাদের শরিয়াহ্ ভিত্তিক সেবাসমূহ

আমানত সেবাসমূহ ঃ

=> আল ওয়াদিয়া হজ্ব সঞ্চয় হিসাব
=> মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব
=> মুদারাবা মাসিক হজ্ব সঞ্চয় হিসাব (১-৩০ বছর)
=> মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব (১-১৫ বছর)
=> মুদারাবা মেয়াদী আমানত হিসাব (৩ মাস/৬ মাস ও ১-৩ বছর)
=> মুদারাবা মুনাফা উত্তোলনযোগ্য মেয়াদী আমানত হিসাব (১-৩ বছর)
=> মুদারাবা দ্বিগুন মুনাফা ভিত্তিক মেয়াদী আমানত হিসাব

অর্থায়ন সেবাসমূহ ঃ

=> হজ্ব পালনে অর্থায়ন
=> ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক বাড়ি/ফ্ল্যাট/ফ্লোর নির্মাণ, ক্রয় ও সংস্কারের জন্য অর্থায়ন
=> আসবাবপত্র ও গৃহসামগ্রী ক্রয়ে অর্থায়ন
=> বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত গাড়ি ক্রয়ে অর্থায়ন
=> শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ক্রয়ে অর্থায়ন
=> ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য চলতি মূলধনে অর্থায়ন
=> ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কৃষি খাতে অর্থায়ন ইত্যাদি

১৫ বছরের পথচলায়
সেবার মানে আমরা আরও একধাপ এগিয়ে

Save for Hajj.হজ্বের জন্য সঞ্চয়
হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড
(বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শরিয়াহ্ ভিত্তিক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)
প্রধান কার্যালয়ঃ ৭২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোনঃ ৫৭১৬৪৬৭২, ৪৭১১৯৩৮৮
www.hajjfinance.net

CELEBRATING 15TH ANNIVERSARY (2007 - 2022)

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : বছরে যে কোন সময় আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা।
সম্পাদক, আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০